CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 September 2021 ■ আগরতলা ১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ১৫ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কে কোন দপ্তর পেলেন

১) বিপ্লব কুমার দেব, মুখ্যমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র (কারা এবং অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা ব্যতীত), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পূর্ত (পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যতীত), শিল্প ও বাণিজ্য (আই টি), সাধারণ প্রশাসন, নির্বাচন এবং অন্যান্য দপ্তর যা অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে বন্টন করা হয়নি।

২) যীষ্ণু দেববর্মা, উপমুখ্যমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়েত সহ), অর্থ, পরিকল্পনা ও সমন্বয় (পরিসংখ্যান সহ), বি'ান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ।

৩) নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, মন্ত্রী
রাজস্ব, বন।

৪) রতনলাল নাথ, মন্ত্রী
শিক্ষা (উচ্চ), শিক্ষা (বিদ্যালয়), আইন (সংসদীয় বিষয়ক সহ)।

৫) প্রণজিৎ সিংহ রায়, মন্ত্রী
কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, পরিবহণ, পর্যটন।

৬) মনোজ কান্তি দেব, মন্ত্রী
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা বিষয়ক, শিল্প ও বাণিজ্য (হ্যাণ্ডলুম হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস অ্যাণ্ড সেরিকালচার ও আইটি ব্যতীত)।

৭) মেবার কুমার জমাতিয়া, মন্ত্রী
উপজাতি কল্যাণ, মৎস্য, শিল্প ও বাণিজ্য (হ্যাণ্ডলুম হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস অ্যাণ্ড সেরিকালচার)।

৮) সান্তনা চাকমা, মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, নগর উন্নয়ন।

৯) রামপ্রসাদ পাল, মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র (কারা এবং অগ্নি ও জরুরি মন্ত্রী পরিষেবা), অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ, সংখ্যালঘু কল্যাণ, সমবায়।

১০) ভগবান দাস, মন্ত্রী
তপশিলী জাতি কল্যাণ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, শ্রম।

১১) সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী
তথ্য ও সংস্কৃতি, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া, পূর্ত (পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি)।

ভোটই লক্ষ্য, মন্ত্রিদের দফতর বন্টনেও কৌশলী ছাপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে বিজেপি দলে অস্থিরতার অবসান হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ভোটই লক্ষ্য, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে মন্ত্রিদের দফতর বন্টনেও কৌশলী ছাপ রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ মঙ্গলবার নতুন তিন মন্ত্রীর শপথ গ্রহণের পর তাঁদের দফতরও বন্টন করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ওপর থেকে বোঝা কিছুটা কমিয়েছেন। তাঁর হাত থেকে বেশ কয়েকটি দফতর অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন তিনি।

আজ নতুন তিন মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন। রামপ্রসাদ পাল, ভগবান দাস এবং সুশান্ত চৌধুরী আজ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। রাজ ভবনে দরবার হলে রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য্য তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন। তাতে, বর্তমানে রাজ্য মন্ত্রিসভায় সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১। বিজেপি-র নয়জন এবং শরিক দল আইপিএফটি থেকে দুইজন মন্ত্রিসভায় রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রায় সাড়ে তিন বছর বাদে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ নিয়ে জল্পনা চলছিল। আজ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার সদস্যদের পাশাপাশি বিজেপি বিধায়কগণ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এবং বিজেপি প্রদেশ সভাপতি সহ শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছিলেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ সাইকিয়া, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক সংগঠন অজয় জাম্বুয়াল, রাজ্য প্রভারী বিনোদ সোনকর এবং ত্রিপুরা ও অসমের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সংগঠন ফনিন্দ্র নাথ শর্মা প্রমুখ।

শপথ নিলেন তিন মন্ত্রী

মঙ্গলবার মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সুশান্ত চৌধুরী (বাঁয়ে), ভগবান দাস (মাঝে) এবং রামপ্রসাদ পাল (ডানে)।

শপথ নেওয়ার পর রামপ্রসাদ পাল বলেন, নতুন মন্ত্রী হলে খুশির সাথে ভয় একসাথে কাজ করে। কারণ, অনেক বড় দায়িত্ব কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সঠিক দায়িত্ব পালন করাই একমাত্র লক্ষ্য। এদিন সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বিধায়ক হিসেবে যে দায়িত্ব ছিল, এখন তার পরিধি অনেক বেড়েছে। তাই, সকলকে সাথে নিয়ে দায়িত্ব পালন চাই। বিরোধী বন্ধুদেরও ত্রিপুরার উন্নয়নে পাশে চাই। ভগবান দাস বলেন, দল আমাকে যখনই যেই দায়িত্ব দিয়েছে মাথা পেতে নিয়েছি। আজকেও যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে, তা ১০০ শতাংশ পালন করার অঙ্গীকার নিয়েছি।

এদিকে, আজ সন্ধ্যায় মুখ্যসচিব রাজ্যপাল অনুমোদিত দফতর বণ্টনের নয়া তালিকা প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রেখেছেন স্বরাষ্ট্র দফতর (কারা, অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা দফতর ছাড়া), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পূর্ত দফতর (পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান ছাড়া), শিল্প ও বাণিজ্য, তথ্য ও প্রযুক্তি দফতর, সাধারণ প্রশাসন, নির্বাচন ও অন্যান্য দফতর যা অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়নি।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার দফতর পরিবর্তন করা হয়নি। তিনি বিদ্যুৎ, গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েত, অর্থ, পরিকল্পনা এবং সমন্বয়ের সাথে পরিসংখ্যান এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন। মন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার দফতর পরিবর্তন হয়েছে। তাঁকে রাজস্ব দফতরের সাথে বন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মৎস্য দফতর তাঁর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। রতনলাল নাথেরও দফতর পরিবর্তন করা হয়নি। শিক্ষা এবং আইনের সাথে সংসদ বিষয়ক দফতরের দায়িত্বে বহাল রয়েছেন তিনি।

প্রণজিৎ সিংহরায়ের দফতরও একই রয়েছে। তিনি কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জমি দখলকে কেন্দ্র করে রাঙ্গামাটিতে তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১ আগস্ট।। ফরেস্ট রিজার্ভ এর জমি দখলকে কেন্দ্র করে উদয়পুরের গোকুলপুর রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

ফরেস্ট রিজার্ভের জমি দখল নিয়ে প্রবল উত্তেজনা উদয়পুর গোকুলপুর রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের হর্টিকালচার এলাকায়। অভিযোগ, জনজাতি লুকু সমাজ কিল্লা পুলিশের সহযোগিতায় হর্টিকালচার এলাকায় ফরেস্ট রিজার্ভের জায়গা দখল করতে যায়। বাধা দেয় রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জনগণ। তাদের দাবি যে জায়গাগুলি জনজাতি লুকু সমাজ দখল করছে সেগুলি দীর্ঘ বছর ধরে রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জনসাধারণের দখলে রয়েছে।সেগুলোতেই বিভিন্ন কৃষি ও ফলের চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছে রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জনসাধারণ।গত বেশ কিছুদিন ধরে কয়েক দফা জায়গা গুলি দখল করার চেষ্টা করছে জনজাতি রাইয়াবাড়ি লুকু সমাজ। মঙ্গলবার জায়গা দখল করতে গেলে স্থানীয়দের সাথে বাক-বিতন্ডা শুরু হয়।

পরবর্তী সময়ে দুইটি জাতির মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। ঘটনায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ছুটে যায় আর কে পুর থানার ওসি সহ পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। পুলিশ ও নিরাপত্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋষ্যমুখ ব্লকে গৃহনির্মাণ প্রকল্পে অর্থ আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগ উঠল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় গৃহনির্মান প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সরকারি প্রকল্পে ঘর না দিয়েই প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ মিলেছে।দুর্নীতির আতুড় ঘরে পরিণত ঋষ্যমুখ ব্লক। রেগা হোক বা সরকারি অন্যান্য প্রকল্প হোক, সব কিছুতেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে।

কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। অভিযোগ এবার সরকারি আবাসন প্রকল্প নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে ঋষ্যমুখ ব্লকে। আবাসন প্রকল্পে ঘর না পেয়েও, সাড়াসীমা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিচ্ছে আবাসন প্রকল্পে পাকা ঘর পেয়েছে হত দরিদ্র শেখ আহাম্মদ। এই কথা শুনে থ বনে যায় শেখ আহাম্মদ সহ তার স্ত্রী। ঘরের জন্য বার বার ঋষ্যমুখ ব্লকে আবেদন করলেও সাড়াসীমা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দেয় সরকারি আবাসন প্রকল্পে পাকা ঘর পেয়েছে শেখ আহাম্মদ।

সাড়াসীমা গ্রাম পঞ্চায়েত, ঋষ্যমুখ বিধানসভা ব্লকের অধীন। সরকারি আবাসন প্রকল্প নিয়ে উঠছে নানা রকমের দুর্নীতির অভিযোগ। শাসক বিজেপি দলের পরিচালিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েতের বাসিন্দা শেখ আহাম্মদ সরকারি আবাসন প্রকল্পে পাকা ঘর পাওয়ার জন্য আবেদন জানায় ঋষ্যমুখ ব্লকে। কিন্তু আবেদন করার দশ থেকে বারো দিনের পর , সাড়াসীমা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কিছু লোক এসে বর্তমান যে টিনের ঘরে বসবাস করছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই ও সাব্রুমে বাড়িতে ঢুকে হামলা, টাকাপয়সা লুঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। সোমবার রাত আনুমানিক ৬টা৩০ মিনিট নাগাদ খোয়াই মহকুমার আমপুরা এলাকায় একদল দুষ্কৃতকারী নরেন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। অভিযোগের তীর ত্রিপুরা মাথার দিকে। সোমবার সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতকারী রাতের আধারে খোয়াইয়ের রামপুরা এলাকায় নরেন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। এদিন রাত্রিবেলা বাড়ির মালিক উনার ঘরের মধ্যে ছিলেন না।

হামলার শব্দ পেয়ে ছুটে আসেন রথিন্দ্র দেববর্মার বাবা। সেই সময় একদল দুষ্কৃতকারী উনার বাড়িতে প্রবেশ করে উনার ছেলে রথিন্দ্র দেববর্মার খোঁজ কররে জন। সেই সময় ওনার বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। রাতে উনার পুত্রবধূ ঘরের মধ্যে ছিলেন। সেই সময় রথিন্দ্র দেববর্মার স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। সাথে সাথে ওনাকেও হুমকি দেয় বাড়িতে থাকতে গেলে ত্রিপুরা মথা করতে হবে।না হলে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে।

পাশাপাশি রথিন্দ্র দেববর্মার বাবাকে মারধর কররে, বাড়িঘরের জিনিষপত্র ভাঙচুর করে। ঘরে থাকা নগদ ৮৫ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে গুরুতরভাবে আহত নরেন্দ্র দেববর্মাকে আমপুরা পিএইচসিতে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখানে উনার প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। সেখানে ছুটে যান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল সিটুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। সিটুর উদ্যোগে আজ রাজধানী আগরতলা শহরে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়। মিছিলটি সিটু অফিসের সামনে থেকে শুরু হয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী কাজ করে চলেছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছেন সিটু নেতৃবৃন্দ। মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরে সিটুর বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে মিছিল সংঘটিত করা হয়। মিছিলে অংশ নেন সিটু নেতা মানিক দে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পথসভায় মিলিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জনবিরোধী আখ্যায়িত করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকালে বিস্তর পরিমাণে মূল্যবান কাঠ উদ্ধার বক্সনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩১ আগস্ট।। বনদপ্তর এর কাছ থেকে আগাম কোনো অনুমতি না নিয়ে রহিমপুর সীমান্ত এলাকায় গাছ কেটে কাঠ তৈরি করে পাচারের চেষ্টা করায় ওই কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছে বনদপ্তর এর কর্মীরা।

রহিমপুর থেকে ১০০ ফুট কাঠ উদ্ধার করেছে বক্সনগর বনদপ্তরের কর্মীরা। গোপন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকাল ৯টার সময় বক্সনগর বনদপ্তর এর পেট্রোলিং ইনচার্জ চিন্ময় মালাকার এর নেতৃত্বে বন দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে রহিমপুর সীমান্ত এলাকা সংলগ্ন ওয়াকফ বোর্ডের আওতায় কবরস্থান থেকে এই কাঠগুলি উদ্ধার করা হয়। বাজেয়াপ্ত কাঠগুলোর বাজারজাত মূল্য প্রায় ৭০ হাজার টাকা বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার প্রকোপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে, রাতের কারফিউর মেয়াদ বাড়ল ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। করোনার প্রকোপ অনেকটাই কমেছে ত্রিপুরায়। ফলে, কারফিউ কঠোর করার প্রয়োজন নেই বলে মনে করছে ত্রিপুরা প্রশাসন। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে করোনা নৈশকালীন কারফিউর মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর বাড়ানো হয়েছে। পূর্বের সময়সীমা অনুযায়ী ১ সেপ্টেম্বর রাত ১০টা থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে নয়া আদেশ।

নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, বন্ধ ঘরে সভা কিংবা সমাবেশের ক্ষেত্রে মোট ধারণ ক্ষমতার ৫০ শতাংশ মানুষ উপস্থিত থাকতে পারবেন। বসার জন্য ২ গজ দুরুত্ব বজায় রাখতেই হবে এবং বিধিনিষেধ পালনের প্রমাণ হিসেবে ভিডিও রেকর্ডিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নতুন বিজ্ঞপ্তিতে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিনা কারণে অথবা অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবেনা। পরিবারের সদস্যদের ছাড়া অন্য ব্যক্তিদের সাথে রাস্তায় কিংবা জনসমাগমস্থলে ৬ ফুট দুরত্ব বজায় রাখতে হবে। বিবাহের অনুষ্ঠানে ৫০ জনের বেশি উপস্থিতির অনুমতি নেই। তেমনি শ্রাদ্ধ কিংবা শবযাত্রায় ২০ জনের বেশি উপস্থিতির অনুমতি নেই। তবে, সমস্ত ধর্মীয় স্থানে জনগণের প্রবেশ উন্মুক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু, করোনা বিধি কঠোরভাবে পালন করতে হবে। মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক রয়েছে।

নতুন আদেশে ব্যবসায়ীরা অনেকটাই খুশি হবেন। কারণ, আজকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুসারে শুধু কোভিড বিধি মেনেই সিনেমা হল, মাল্টিপ্লেক্স, জিম, সুইমিং পুল, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, স্টেডিয়াম, এন্টারটেইনমেন্ট পার্ক, বার খোলা যাবে। এছাড়া, দোকানপাট, শপিং কমপ্লেক্স, বিউটি পার্লার, সেলুন সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এমনকি, রেস্টুরেন্ট ও ধাবা একই সময় পর্যন্ত খোলা থাকবে। সমস্ত সরকারী এবং বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ কর্মী উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে যানজট এড়ানোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর্থিক সংকটে গ্যাস্ট লেকচাররা ডেপুটেশন দিলেন শিক্ষা অধিকর্তাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। অল ত্রিপুরা গেস্ট লেকচারার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের উচ্চ শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে গেস্ট লেকচারার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে চলেছেন। অথচ তারা ন্যায্য পাওনা পাচ্ছেন না। তাতে আর্থিক সংকটে ভুগছেন ওইসব গেস্ট লেকচাররা।

অনেকে ১০ বছরের অধিক সময় ধরে গেস্ট লেকচারার হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্যে অধ্যাপক অধ্যাপিকার যথেষ্ট ঘাটতি হয়েছে। অনেকাংশে গেস্ট লেকচারারদের ওপর নির্ভর করছে উচ্চ শিক্ষার বিষয়টি। রাজ্যের প্রতিটি ডিগ্রী কলেজ এবং টেকনিক্যাল কলেজে গেস্ট লেকচাররা দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের প্রত্যেক একমাসের বিনিময় দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৪০০। গেস্ট লেকচারার অভিযোগ করেছেন ইউজিসির নির্দেশ রয়েছে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে প্রত্যেক এসআরকে ন্যূনতম ১৬০০ টাকা প্রদান করার জন্য। অথচ রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। রাজ্যের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে গেস্ট লেকচারারদের রেগুলার করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

দেশের কয়েকটি রাজ্যে গ্যাস লেকচারারদের রাজ্য সরকার রেগুলার করেছে বলেও তারা উল্লেখ করেন। তারা আশা ব্যক্ত করেছেন রাজ্য সরকার উচ্চশিক্ষার স্বর্থে গেস্ট লেকচারার দেন দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

শিশু ও কিশোরদের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। ত্রিপুরায় মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। শিশু ও কিশোরদের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত 'সুস্থ শৈশব-সুস্থ কৈশোর' অভিযানের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ১৩ লক্ষ শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ১৫ দিনব্যাপী বিশেষ অভিযানের আওতায় এনে এই বয়ঃসীমার বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে কৃমিনাশক কর্মসূচি, ভিটামিন-এ পরিপূরক কর্মসূচি, আয়রন ফলিক অ্যাসিড পরিপূরক কর্মসূচি ও তীব্রতর ডায়ারিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি। আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, এমপিডব্লিউ ও এএনএম কর্মীরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে শিশু ও কিশোরদের সকলের জন্য স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত 'সুস্থ শৈশব-সুস্থ কৈশোর' অভিযানের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

প্রয়োজনীয় ঔষধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শ দেবেন। দপ্তরের উদ্যোগে শিক্ষা দপ্তর ও সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও যত্নে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য নবপ্রজন্মের রোগমুক্ত সুন্দর ও সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা। তিনি বলেন, আজকের শিশুরাই আগামীদিনের চালিকাশক্তি। একজন ছাত্রের উচ্চশিক্ষার ভিত যেমন প্রাথমিক স্তর থেকে নির্মিত হয় তেমনি শিশুদের ভবিষ্যৎ সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই শৈশব এবং কৈশোরকে কেন্দ্র করে এই কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তাঁর মতে, সুস্বাস্থ্যের অন্যতম শর্ত পরিশ্রুত পানীয়জল পান করা। এই লক্ষ্যেই ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ চলছে। জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় ত্রিপুরার সমস্ত ক্ষেত্রেই উন্নয়নের নিরিখে সফলতা এসেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩১২ ◘ ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং◘ ১৫ ভাদ্র ◘ বুধবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

গিরিবাসিরা যেন চাতক পাখি

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার প্রকৃতির ওপর রীতিমতো মারাত্মক প্রভাব ফেলিতে শুরু করিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়া একদিকে যেমন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, ঠিক তেমনি মানুষ যাহাতে সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রকৃতির অন্যতম সৃষ্টি মানুষ। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও নিজেদের চিন্তাধারাকে কাজে লাগাইয়া মানুষ বিবর্তনের যুগের অনেক অগ্রসর হইয়াছে। বিবর্তনের এই অগ্রগমনকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইতে মানুষের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রহিয়াছে।ভারত এমন একটা দেশ যেখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদে খাদ্য,জল ইত্যাদি কোনোকিছুর অভাব নাই। সচেতনতার অভাবে ভারতের ভবিষ্যত প্রজন্ম সমস্যায় পড়িতে চলিতেছে। ভারতে যেভাবে অকারণে জলের অপচয় করা হয়, এভাবে চলিতে থাকিলে সেদিন আর দূরে নাই যখন জলের জন্য গৃহ যুদ্ধ শুরু হইবে।এমনিতেই বড় বড় শহরগুলির পরিস্থিতি এমন যে পানীয় জল না কিনিলে উপায় নাই। আর বিদেশি কোম্পানিগুলি সেই সুযোগ নিয়া ব্যাপকভাবে লুট চালাইতেছে।। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের যে নদী বহিয়া চলিতেছে সেগুলিও ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। ভারতের ইতিহাস দেখিলে বোঝা যায়, সচেতনতার অভাবে ইতিমধ্যে ভারতের অনেকে নদী আজ বিলুপ্ত। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার নদীগুলিকে রক্ষার জন্য বেশকিছু প্রকল্প চালু করিয়াছে। একই সাথে সরকার দেশের বড় নদীগুলিকে জুড়িয়া দিয়া সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। এর জন্য সরকার ৮৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। সরকার আগের বছর থেকে এই পরিকল্পনার উপর হাত দিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রকল্পকে মঞ্জুরি দিয়াছেন। সরকার বিজ্ঞানী ও আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করিয়া কৃত্রিম নদী নির্মানের উপর কাজে নামিয়াছে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশে সরকার এই প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ শুরু করিয়াছে।এর জন্য ৩০০০ বড় বাঁধ এবং ৩৭ প্রাকৃতিক নদীর গতিপথকে পরিবর্তন করা হইবে। রিভার লিঙ্কিংয়ের ফলে জলসঙ্কট মিটাইবার সাথে সাথে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে লাভ পাওয়া যাইবে। রাজ্যগুলি এই প্রজেক্টের জন্য সহমত প্রকাশ করিয়াছে। টেকনিক্যাল কাজ শুরু হইয়াছে। দ্রুত কাজ শেষ হইয়ার কথা রহিয়াছে। যাহার পর ভারতে থাকিবে বিশ্বের সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী। উল্লেখ্য, ভারতের নদীগুলি মূলত পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে প্রবাহমান। এরফলে একদিকে পূর্বের বহু জায়গায় যেমন বন্যা দেখা যায়, তেমনি পশ্চিমের অনেক স্থানে জলসঙ্কটে খরা হয়। রিভারলিঙ্কিং এর মাধ্যমে বন্যার অতিরিক্ত জলকে খরাপ্রবন এলকায় রাখা সম্ভব হইবে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে সমস্যা কিছুটা হইলেও সমাধান করা সম্ভব হইবে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রাকৃতিক ভাবে যে জলধারা আমাদেরকে জল উপহার দিতেছে সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে। কেননা কৃত্তিম পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা যতই রিভার লিংক তৈরী করিবার চেষ্টা করিনা কেন বাস্তবের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহা কতখানি সার্থক রূপ লাভ করিবে তানিয়া কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়াই যাইবে। এজন্য প্রয়োজন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার ফলশ্রুতিতেই নদীগুলি নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইতেছে না। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিবার কারণে সঠিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইতেছে না। বৃষ্টিপাত কম হইলে নদী-নালা ছড়া সহ সর্বত্রই জলের পরিমাণ কম থাকে। শুধু তাই নয়, জলস্তর অনেক নিচে নামিয়া যায়। জলস্তর নিচে নামিয়ে গেলে পরিস্রুত পানীয় জলের উৎস তৈরি করা কষ্টকর হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই নির্ভর করিতেছে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের উপর। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখিতে হইলে প্রকৃতির উপর অনাচার অত্যাচার নির্যাতন কমাইতে হইবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলের নিশ্চয়তা দিতে আমাদেরকে আরো সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যতায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে মৃত্যুকুলে ধাবিত হতে বাধ্য হইবে। ইহার দায় আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না।

শূন্যে গুলি ছুড়ে 'স্বাধীনতা' উদ্‌যাপন তালিবানের

কাবুল, ৩১ আগস্ট (হি.স) : মুক্তির স্বাদ মিলল দুদশক পর। আমেরিকার সেনা আফগানিস্তান ছাড়তেই উল্লাসে মাতল তালিবান। স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে মুহুর্মুহু গুলি চালিয়ে, বাজি ফাটিয়ে যেন 'স্বাধীনতা'র উদ্‌যাপন করল তালিব জঙ্গিরা। সোমবার গভীর রাতেই পাততাড়ি গুটিয়ে স্বদেশে রওনা হয়েছে আমেরিকার সেনা। আমেরিকার শেষ বিমান আফগান মাটি ছাড়তেই সেই মুহূর্তকে উপভোগ করতে বাজি, বোমা ফাটিয়ে, বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ে মুক্তির উল্লাসে মাতল তালিব সদস্যরা। তার পরই তালিবান এই দিনটিকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দিবস হিসেবে ঘোষণা করল। ২০০১ সালে আফগান যুদ্ধের শুরুতে সেদেশে ক্ষমতায় ছিল তালিবান। ২০ বছর বাদে দেশটা তালিবানেরই হাতে ছেড়ে এল আমেরিকা।
তালিবান মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ মঙ্গলবার বলেন, "আমেরিকার বাহিনী কাবুল বিমানবন্দর ছেড়েছে। আমাদের দেশ পূর্ণ স্বাধীনতা পেল।" কাবুল বিমানবন্দরের কাছে প্রহরারত এক তালিব যোদ্ধা আবার বলেছেন, "শেষ যে পাঁচটি বিমান ছিল আমেরিকার, সেগুলি দেশ ছেড়েছে। এত আনন্দ হচ্ছে যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। গত ২০ বছর ধরে তালিবান যে বলিদান দিয়েছে, তার ফল পেলাম আমরা।"

এজেসি বোস রোডে পাম্প ধর্মঘটে দুর্ভোগ

কলকাতা,৩১ আগস্ট (হি. স.): প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে পেট্রোল ডিজেলের দাম। পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে চরম খুবদ্ধ সাধারণ মানুষ। অপরদিকে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়লেও বাড়েনি কমিশন আর এই প্রতিবাদেই মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটে সামিল পাম্প মালিকরা। এ জে সি বোস রোডে পাম্প ধর্মঘটে চরম সমস্যায় সাধারণ মানুষ।
একেই করোনা হানায় বর্তমানের বিধি নিষেধ চলছে রাজ্য জুড়ে। যার জেরে বন্ধ রয়েছে লোকাল ট্রেন। ফলে,সাধারণ। মানুষকে নির্ভর করতে হচ্ছে বাস,মেট্রো কিম্বা নিজের গাড়ি। কিন্তু সেখানেও সমস্যা ক্রমগত বাড়ছে পেট্রোল ডিজেলের দাম। এরই মাঝে এদিন পেট্রোল পাম্পের মালিকদের ডাকা ধর্মঘটের জেরে সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের আওতায় থাকা সব পেট্রোল পাম্প। যার জেরে সমস্যায় সাধারণ মানুষ। তেল নিয়ে এসে তেল না পাওয়ায় সমস্যায় নিত্য যাত্রীরা। এজেসি বোস রোডে সমস্যায় অনেকে। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ এ বার আইএফএ কর্তারাও

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স) : এ বার বাংলার ফুটবলকে বাঁচাতে আইএফএ-র কর্তারাও দ্বারস্থ হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর উদ্যোগেই ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া সত্ত্বেও আইএসএলে অংশ নেওয়া নিশ্চিত করেছেন লগ্নিকারী সংস্থার কর্তারা। কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে রবিবার খেলা থাকলেও দল নামায়নি এটিকে-মোহনবাগান। আজ, মঙ্গলবার কল্যাণীতে ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে এসসি ইস্টবেঙ্গলের। তারাও দল না নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বললেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করছি। বাংলার ফুটবলে এখন কী অবস্থা, তা জানাতে চাই।"
দুই প্রধানের ঘরোয়া লিগে না খেলাকে কেন্দ্র করেই সোমবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আবহ। আজ ৩১ আগস্ট যেহেতু গ্রীষ্মকালীন দল বদলের মরসুম শেষ হচ্ছে, তাই কলকাতার দুই প্রধানের কর্তারাই ফুটবলারদের নাম নথিভুক্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আইএফএ তা বন্ধ করে দেওয়ায় সমস্যায় পড়েন তাঁরা।

বন্দুকের নল নয়... শেষকথা বলবে মানুষের বিবেক.... প্রসঙ্গ আফগানিস্তান

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম হোক গুগল সার্চ অথবা বাঙলা হিন্দি ইংরাজি যতগুলো সংবাদমাধ্যমেই চোখ রাখি না কেন খবর একটাই -ত্ত মার্কিন দেশ তাদের সেনাবাহিনীকে আফগানিস্তান থেকে তুলে নেওয়া মাত্রই তালিবান নামক একটি ভয়াবহ রাক্ষুসে প্রজাতির মানুষের দল আফগানিস্তান নামের দেশটির দখল নিয়ে ফেলেছেন। তারা মেয়েদের দুমদাম খুন করে দিচ্ছে, রাস্তায় কোনো মেয়েকে একলা বেরোতে দেখলেই গণধর্ষণের জন্য এগিয়ে আসছে দশ বিশজন পুরুষ, অথবা লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করছে, যে যতই গরিব হোক না কেন তালিবানদের জন্য তরকারি রেখে দিতেই হচ্ছে। নাহলে ঘরে ঢুকে লুটপাট মায় হত্যা ধর্ষণ এসব করছে। এরাই আবার হাতে অত্যাধুনিক বন্দুকের নল বাগিয়ে পাহারা দিচ্ছে শহরখানা। আবার ইদানিং কালে একটি জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যমে দেখলাম অত্যাধুনিক বন্দুকের ট্রিগারে হাত রেখে ক্যামেরার দিকে মুখ ঘুরিয়ে পোজ দিয়েছেন এক তালিবান মারুকু। কোনো সংবাদমাধ্যম আবার সুমি তালিবান দের সঙ্গে কমিউনিস্ট চিনের মাখো মাখো সম্পর্ক নিয়ে একটা দারুণ খসড়া রিপোর্ট তৈরি করে ফেলল। রাশিয়া এবং সিপিবি বা বাংলাদেশ এর কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য নিয়েও কেউ কেউ মেতে উঠলেন। তবে একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। যেখানে দেখতে পাই বিবিসি মনিটরিং এর চিনা মিডিয়া বিষয়ক বিশ্লেষক কেরি অ্যালেন লিখেছেন, আফগানিস্তানে যা ঘটছে তাই এখন চিনা গণমাধ্যমের শিরোনাম দখল করে আছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় আফগানরা কিরকম বোধ করছে, সেটাই প্রাধান্য পাচ্ছে চিনা গণমাধ্যমের খবরে। তবে চিনা দূতাবাস এই মুহূর্তে আফগানিস্তানে তাদের নাগরিকদের বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। চীনের গ্লোবাল টাইমস পত্রিকা লিখেছে, চিন বিশেষভাবে নজর রাখবে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি যেন শিনজিয়াং প্রদেশে কোন নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে। এই স্বশাসিত অঞ্চলটি আফগানিস্তান করে আফগানিস্তানের সঙ্গে তাজিকস্তান এবং উজবেকিস্তানের সীমান্তের পরিস্থিতি শান্ত রাখতে সাহায্য করতে হবে।

সীমান্ত সংলগ্ন । একডন রুশ কূটনীতিক কমসোমস্কোয়া প্রাভদা পত্রিকাকে বলেছেন, আলেবানের যেহেতু দেশ চালাতে হবে, তাই তাদের বাইরে কিছু দেশের সহযোগিতা লাগবে, বিনিয়োগ লাগবে। বিশেষ করে খাদ্য সংকটের সুরাহা করতে হবে। আর মস্কোকেও কিছু সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে, বিশেষ ক্ষুধার্ত মানুষের ধর্ম জাতপাত নিয়ে রাজনৈতিক চাপান উতোরের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে শুধু ধর্ম বা জাপাত নিয়েই নয়, লিঙ্গ বিভাজনের একটি সূক্ষ্ম এর মধ্যে লিঙ্গ বিভাজনের সুড়সুড়ি মূলক যে পারছি কৈ। একজন মহিলার গলা কেটে ফেলার চাইতে একজন পুরুষের গলা কেটে ফেলার অপরাধ কিছু কম নয়। আর ক্ষুধার্ত আফগানিস্তানের মানুষের ওপর যেভাবে গৃহযুদ্ধে র ছন্দ বাধিয়ে সারা পৃথিবীতে তার সঙবাদ এবং ছবির প্রসার ঘটানো হচ্ছে তার অর্থনৈতিক সুবিধার অধিকাংশ টুকুই যাচ্ছে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কর্তৃত্বের হাতে। দু'দল ক্ষুধার্ত মানুষ, একদলের হাতে বন্দুক ধরিয়ে সঙ্গে উপস্থাপনাকে অন্যজনের হাতে তুলে দিয়ে যেভাবে কর্তাগণ তালি বাজাইতেছেন তাতে পুরাকালে গ্রিসের ত্যানিথিয়েটারের কথাই মনে পড়ছে। ক্ষুধার্ত সিংহ আর ক্রীতদাস এর লড়াই দেখে মজা পাচ্ছেন প্রভুগণ। উদাহরণটি স্থুল মনে হলেও. এটি ২০২১। মানুষ প্রচুর আধুনিক হয়ে উঠেছে। সমাজ ও বহুধা বিভক্ত। সারা বিশ্বে একনায়কতন্ত্রগণ জঙ্গল পরিবেশ প্রকৃতি সহ অর্থনীতির শেষ ধাপে তলিয়ে যাওয়া মানুষ তাদের কাউকেই রেয়াত করছে না একনায়কতন্ত্র এর নায়কগণ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধুঁকছে, কমিউনিজম কি -ত্ত খায় না মাথায় মাখে তা জানেই না টিনেজীর ছেলেমেয়েরা, সঙ্গে কর্মহীনতা - এরকম একটা সময়কে বেছে নিয়ে একটি দরিদ্র দেশের মধ্যে দুই গোষ্ঠীর গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে ত্রাতা সেজে ওঠার যে রাজনীতি চলছে সেখানে অবশ্যই মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলাটা দরকারি। বিবেক, শুভবুদ্ধি- এটারই জাগরণ ঘটুক সেটাই চাই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জ্যান্ত প্রতিষ্ঠান

অর্ণব সাহা

ডাকসাইটে সাংবাদিকত সন্তোষকুমার ঘোষ এসেছেন শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়িতে। সময়টা গত শতকের সাতের দশকের মাঝামাঝি। দেবব্রত সেই কিংবদন্তি রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, যিনি দুই বাংলার আপামর শ্রোতাসাধারণের হৃদয় জয় করে চলেছেন, অর্ধশতাব্দী ধরে। অথচ 'বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড-এর ক্ষমতাবান কর্তাব্যক্তিদের আপত্তিতে 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্ট লিমিটেড'-এ রেকর্ড করা দেবব্রতর একাধিক রবীন্দ্রসংগীত খারিজ হয়ে গিয়েছে। রেকর্ডিং হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তা প্রকাশ পায়নি। একদা কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসা দেবব্রত জীবনে অনেক আঘাত, পেয়েছেন সামাজিক ক্ষমতাধর অংশের কাছ থেকে। তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার স্বীকৃতি জনসাধারণ দিলেন ওই ক্ষুদ্র অংশটি তাঁকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে গিয়েছে বরাবর। অভিমানে রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডিং করাই বন্ধ করে দিয়েছেন এই সমকাল ছাপিয়ে যাওয়া অসামান্য গুণী শিল্পী।
কিন্তু এবার আঘাত এল সম্পূর্ণ অন্যদিকে থেকে। সন্তোষকুমার ঘোষ— যিনি দেবব্রতর গানের একজন একনিষ্ঠ শ্রোতা এবং সমঝদার, তিনি সামান্য কারণেই ক্ষুব্ধ হলেন এই শিল্পীর উপর। ব্রাত্য বসু রচিত ও পরিচালিত বাংলা নাটকের মাইলস্টোন প্রয়োজনা 'রুদ্ধসংগীত' নাটকের এক দৃশ্যে আমরা দেখি, সন্তোষকুমার তাঁর সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের দামি পুরস্কার -প্রদান অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনের অনুরোধ নিয়ে এসেছেন দেবব্রতর কাছে। কিন্তু এই সংবাদপত্রে প্রতি হয়তো কোনও কারণে অভিমানী ছিলেন দেব্রবত বিশ্বাস। চিরকালের ঠোঁটকাটা তিনি সটান বলে বসলেন, 'বাণিজ্যিক ব্যাপার শিল্পীরে ট্যাক্ক দিবেন না? তা কত দিবেন? ' স্পষ্টতই এরকম চাঁচাছোলা প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না সন্তোষকুমার। তিনি ইতস্তত করছেন দেখে জর্জ ফের খোঁচা, দেন, 'আপনি আপনার ওপরওয়ালারে জিগায় আসেন। তারপর আমি ঠিক করুম যামু কি না। বিব্রত সন্তোষকুমার তার সঙ্গী যুবক অংশয় সঙ্গে দ্রুত বেরিয়ে আসেন দেবব্রত ঘর থেকে।
ব্রাত্যর নাটকের কাল্পিনিক সংলাপ ইতিহাসের অন্তঃসারকে তুলে ধরে। তুলে ধরে এক আপসহীন ব্যতিক্রমী ভেঙেচুরে-যাওয়া অথচ ভিতরে ভিতরে অনমনীয়, তেজি, দুঃসাহসী গায়কের জীবনের ইতিচবৃত্তের টুকরো অংশকে। সেই গায়ক, যাঁর আত্মজীবনীর নাম 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত', যিনি নিজের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই লিখেছেন, "আমার মনে আছে আমি জন্মেছিলাম 'স্লেচ্ছ' হয়ে—শেষজীবনে রবীন্দ্রসংগীত জগতে হয়ে গেলাম 'হরিজন"। ব্রাত্যর 'রুদ্ধসংগীত' নাটকের ও সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে আসবে এই প্রেক্ষিত, যখন বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের তরফে যাঁদের বাধাদানের ফলে দেবব্রতর মাপের জিনিয়াসের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদেরই একজন, আর-এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রকে 'দিদিমণি' সম্বোধন করেও জর্জ বলেছেন, 'নিজেরে ব্রাত্য ভাবার অভ্যেস আমার সেই বাল্যকাল থিক্যাই। কী করুম কন, কিশোরগঞ্জে আমার স্কুল হিন্দু সহপাঠীরা শুধুমাত্র ব্রাহ্ম হওনের অপরাধে আমারে কইতো স্লেচ্ছ.. কান না দেওনের অভ্যেস আমার যারে কয় চাইল্ডহুড প্র্যাকটিস'। ওই অংশেই মিউজিক বোর্ডের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিষেধাজ্ঞাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে দেবব্রত বলে ওঠেন, কিন্তু গান গাওয়া আমার বন্ধ হইব না। দরকার পড়লি গোটা পশ্চিমবঙ্গ ঘুইর‍্যা ফাংশনে গাইব। সেই খানে আমি মিউজিক বোর্ডের নাগালের বাইরে। কথাডা আমার হইয়া সকলরে কইযে দিয়েন। এক চিরকালীন নন-কনফর্মিস্ট জিনিয়াসের অহংকার ও আর্তি যেন যুগপৎ ধরা পড়ে এই ডায়লগে। সন্তোষকুমার ঘোষের বিরুপ হওয়ার ফল হাতেনাতে পাওয়া যায়। খোদ বৃহৎ সংবাদপত্রের পাতায় তিনি জর্জ বিশ্বাস সম্পর্কে লেখেন, সুরসন্ধান যেন শরসন্ধান না হয়ে ওঠে, যুক্তি দেন, দেবব্রত রবীন্দ্রসংগীতের সুর ও স্বরলিপির বিকৃতি ঘটাচ্ছেন। বিষয়টির বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায় আমার গান গাওয়ার নানা ধরনের বিরূপ সমালোচনা করে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন। তখনকার দিনে আমার বামাশক্তি অর্থাৎ বামপন্থীর প্রতি আসক্তি ওদের একেবারেই সহ্য হত না। প্রায় বিশ বছর আগে নানা করণে ওই পথের নিশানা হারিয়ে ফেলেছিলাম।। কিন্তু দক্ষিণ দিকের পথ আমার মনটাকে টানতে পারেনি। তাই পথহারা পথিক হয়ে নিরুদ্দেশের পথিকের ডাকের অপেক্ষায় দিন কাটাই। তবে খবরের কাগজ মাথায় ঝড়বৃষ্টি ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করিনি বলেহয়তো কাগজওয়ালাদের দাক্ষিশ্য থেকে আমি এখন বঞ্চিত। সুতরাং নানা ধরনের

খোদ বৃহৎ সংবাদপত্রের পাতায় সন্তোষকুমার ঘোষ জর্জ বিশ্বাস সম্পর্কে লেখেন, 'সুরসন্ধান যেন শরসন্ধান না হয়ে ওঠে', যুক্তি দেন, দেবব্রত রবীন্দ্রসংগীতের সুর ও স্বরলিপির বিকৃতি ঘটাচ্ছেন। মুরশিদকে লেখা চিঠিতে সন্তোষকুমারের প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হয়, 'স-ক-গ-র লেখা পড়ে আমি কিছুই চটিনি—কারণ যখন থেকে কলকাতার গানের আসরে গান গাইতে শুরু করেছি তখন থেকেই কলকাতার খবরের কাগজের কলা সমালোচকরা আমার গান গাওয়ার নান ধরনের বিরূপ সমালোচনা করে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন।.....'

বিসিষ্ট অধ্যাপকও গবেষক গোলাম মুরশিদের সঙ্গে দেবব্রতর পত্রবিনিময়ে। মুরশিদের লেখা চিঠিতে সন্তোষকুমারের প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হয়, 'স-ক-ঘ-র লেখা পড়ে আমি কিছুই চাটনি—কারণ যখন থেকে কলকাতার গানের আসরে গান গাইতে শুরু করেছি তখন থেকেই কলকাতার খবরের কাগজের কলা সমালোচকরা বিরূপ সমালোচনা অথবা উপেক্ষা আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। গোলাম মুরশিদ তকিপয় ক্ষমতাবানের এই দেবব্রত বিরোধিতার একটা মোক্ষম কারণ চিহ্নিত করেছিলেন নিজের চিঠিতে। তা হলে দেবব্রত বিশ্বাসের অকল্পীনীয় জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রসংগীতকে তিনি সাধারণ মানুষের মাঝাখানে নামিয়ে এনেছেন। ফলে তাঁর বিপুল জনগ্রাহ্যতা সহ্য করতে পারছেন না সমকালীন অন্য কিছু প্রতিভাবান অথবা নিছকত মিডিওকার শিল্পী। আত্মজীবনীর পাতায় জর্জ বারবার বলেছেন বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের সিলেকশন কমিটিতে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা দক্ষতা, প্রতিভা, বয়স—সবদিক থেকেই তাঁর তুলনায় নিতান্ত খাটো। এমনকী, বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের অনারারি সেক্রেটারি নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে তিনি লিখছেন, একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যায় এক্সপার্টদের অন্তরে প্রফেশনাল জেলাসির মতো একটি ব্যাপার গভীরভাবে কাজ করছে। একই সঙ্গে তিনি আর ও বলেন, দেখা যাচ্ছে গান অনুমোদন করার ব্যাপরটি যেন মিলিটারি অথবা ডিপ্লোম্যাটিক গোপনীয়তা রক্ষা করার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। মন পড়বে, ব্রাতার রুদ্ধসংগীত নাটকে সন্তোষকুমার ঘোষ নিজের দেবব্রত বিরোধিতার সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে অংশুকে বলেন, নিজেকে কখনও ধোঁকা দিও না। এ পৃথিবীতে সবই আসলে ব্যক্তিগত। এমনকী দুটো রাষ্ট্র যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তা -ও আসলে ব্যক্তিগত কারণেই করে। এক্ষেত্রে সন্তোষকুমার ঘোষ দেবব্রতর বিরুদ্ধে ক্ষমতার রাজনীতি করেন, তাঁর এই দেবব্রত বিরোধিতা প্রতিপক্ষ সংবাদপত্রের সপক্ষে চলে যেতে পারে শুনে বলেন, এমনিতেই আমাদের সার্কুলেশন অনেক বেশি, আরও বেড়ে যাবে। এতে করে বহু লোক যারা বিষয়টা জানতে না, তারা বিশ্বাস করবে দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্রসংগীতে নিজের সুর বসাচ্ছেন। ঠিক অনুরূপ ক্ষমতার রাজনীতি, প্রতিভাবনাকে আইসোলেট করে দেওয়া কূটনীতি আমরা দেখি ব্রাতার ওই নাটকেই কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত যখন ঋত্বিক ঘটকের বিরুদ্ধে পার্টির কৌশল ব্যক্ত করে বলে ওঠেন, যাক না বেরিয়ে। কোথায় যাবে? ডানপন্থী শিবিরে? যেতে পারবে না। সম্মানে আটকাবে। প্রথমে একেবারে একা হয়ে যাবে, তারপর গালাগাল করবে। করুকর। আমরা পালটা প্রতিক্রিয়া দেখাব না। ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে যাবে। তারপরএকদিন মারা যাবে। ভাল করে শোকপ্রস্তাব পাঠ করব। ব্রাত্যর নাটকে ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে তর্কের সময় দেবব্রত বিশ্বাস বলে ওঠেন, আমি অন্তর থিক্যা বিশ্বাস করি---ব্যামতা হইত্যাছে ক্ষ্যামতা । সে তোমারে মারবাই, আবার সে নানাভাবে ওই মারণের জাস্টিফাইও করবা। হেইজা হইল গিয়া ক্ষ্যামতার কল। সম্ভবত, এই উক্তির মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টির থেকে জর্জ বিশ্বাসের দূরে সরে যাওয়ার নিহিত কারণের এক অন্যতম সূত্র লুকিয়ে আছে। আজীবন এই ব্যক্তিনির্ভর এবং গোষ্ঠীনির্ভর অসুয়াপ্রবশ ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছেন দেবব্রত বিশ্বাস।
বিশ্বভারতীয় মিউজিক বোর্ড যে উদ্ভট কারণগুলোদেখিয়ে দেবব্রতর রেকর্ড প্রকাশ আটকে দেয়, তার মধ্যে ছিল---মিউজিক অ্যাকম্পানিমেন্ট, ইন্টারলুড মিউজিক, ভেরিয়াস টাইপ্স অফ মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের ব্যবহার, তালের ঝোঁক এবং রবীন্দ্রসংগীত অত্যাধিক পাশ্চাত্য প্রভাব আনার অভিযোগ। আত্মজীবনীতে এই প্রত্যেকটি অভিযোগ খণ্ডন করেছেন দেবব্রত। নিজের মতের সপক্ষে তিনি খোদ দিলীপকুমার রায়কে বলা। রবীন্দ্রনাথের উক্তিও কোট করেছেন। জোর গলায় বলেছেন, গানগুলি গাইবার সময় এক্সপ্রেশনের স্বাধীনতা আমি নিয়েছি---কারণ রবীন্দ্রনাথ ও ব্যাপারে পথ দেখিয়েছেন।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রহিমপুর সীমান্তে বক্সনগর ফরেস্ট রেঞ্জ প্রোডাকশন বাহিনী বিশাল পরিমান অবৈধ কাঠ উদ্ধার। ছবি ঃ নিজস্ব

বরপেটারোডে গ্রেফতার মালদহ জেলার বাসিন্দা ভুয়ো চিকিৎসকের হাজতবাস

বড়পেটারোড (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : বরপেটারোডে আজ মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হয়েছে এক ভুয়ো চিকিৎসককে। ‘মুন্নাভাই এমবিবিএস’রূপী চিকিৎসককে আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালত তাঁকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে। ধৃত চিকিৎসকের নাম সমীর কুমার রায়।

জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার আলিপুর গ্রামের বাসিন্দা সমীর কুমার রায় নামের এক ‘চিকিৎসক’ বরপেটারোডের চন্দনপুরে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন দীর্ঘদিন ধরে। সেখানে থেকে জাখলিবিলে ব্যক্তিগত চেম্বার খুলে নিজেকে প্রসুতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচয় দিয়ে দস্তুরমতো চিকিৎসা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর নেই চিকিৎসা বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ কোনও বৈধ সার্টিফিকেট। তবে শেষ রক্ষা হয়নি, জালে পড়লেন পুলিশের।

প্রাপ্ত তথ্যে আরও জানা গিয়েছে, বরপেটারোডের জনৈক মহিলার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন সমীর কুমার রায়। ওই মহিলার সঙ্গে সংসার করে যথারীতি চিকিৎসা সেবা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। বরপেটারোডের পাশে জাখলির পারে একটি ওষুধের দোকান খুলে নিজেকে চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিয়ে স্থানীয় লোকদের চিকিৎসা করছিলেন। নিজের ফার্মাসিতে নিজেকে একজন স্ত্রীরোগ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. এসকে রায় নাম লাগিয়ে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা চালিয়ে যাওয়ার মতো দুঃসাহসিক কাজ করে যাচ্ছিলেন তিনি।

আরও জানা গিয়েছে, ভুয়ো চিকিৎসক সমীর কুমার রায় বেশ কয়েকজন মহিলার চিকিৎসা করতে গিয়ে গর্ভপাত ঘটিয়েছিলেন। এছাড়া আরও কয়েকজন মহিলাকে ভুল চিকিৎসা করে তাদের আগামী দিনে গর্ভধারণ করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

তবে সমীর কুমার রায় যে আপাদমস্তক একজন ভুয়ো চিকিৎসক তা বুঝে উঠতে বেশি সময় লাগেনি বরপেটারোডবাসীর। ভুয়ো এমবিবিএস চিকিৎসক সমীর কুমার রায়ের বিরুদ্ধে অমল কুমার সরকার নামে এক শিক্ষক বাকসা জেলার শিমলুগুড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। অভিযোগ পেয়ে নড়েচড়ে বসে পুলিশ। এজাহারের ভিত্তিতে শিমলুগুড়ি থানার পুলিশ তথাকথিত চিকিৎসক সমীর কুমার রায়কে বেশ কিছু চিকিৎসা সরঞ্জাম সহ আটক করে। থানায় এনে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করে আজই আদালতে তুলে পুলিশ। আদালত সমীর রায়কে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

পিছল করিমগঞ্জে পুলিশের রিক্রুটমেন্ট শিবির

করিমগঞ্জ (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জে পুলিশের রিক্রুটমেন্ট শিবির পিছিয়ে গেছে। আগামীকাল ১ সেপ্টেম্বর, বুধবার থেকে করিমগঞ্জ ডিএসএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠেয় পুলিশ রিক্রুটমেন্ট শিবির প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জেলা পুলিশের এক জরুরি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আসাম পুলিশের এবি এবং ইউবি কনস্টেবল পদের জন্য রিক্রুটমেন্ট রেলির পরবর্তী তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই রিক্রুটমেন্ট রেলিতে মহিলা প্রার্থীদের জন্য অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা ১ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ৩ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি পুরুষ প্রার্থীদের জন্য ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা পিছিয়ে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে জেলা পুলিশের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রার্থীদের জন্য অন্যান্য নির্ধারিত তারিখের পরীক্ষাগুলি একই থাকবে বলেও পুলিশ বিভাগের বিবৃতি থেকে জানা গেছে।

দল ছাড়লেন ভবানীপুরের এআইইউডিএফ বিধায়ক ফণীধর তালুকদার

গুয়াহাটি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ ছেড়েছেন ভবানীপুরের এআইইউডিএফ বিধায়ক ফণীধর তালুকদার। আজ মঙ্গলবার তিনি এআইইউডিএফ-প্রধান বদরউদ্দিন আজমলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সূত্রের খবর যদি সঠিক হয়, তা-হলে দু-একদিনের মধ্যেই শাসকদল বিজেপিতে যোগদান করবেন ফণীধর।

ফণীধর তালুকদারের ঘনিষ্ঠ এক সূত্রে জানিয়েছে, নানা কারণে তিনি এআইইউডিএফ-এর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আজ দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। সূত্রের খবর, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে দু-একদিনের মধ্যেই বিজেপিতে যোগ দেবেন ফণীধর তালুকদার।

বিধায়ক পদে ইস্তফা দিলে ভবানীপুরেও উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তা নিশ্চিত। ভবানীপুরকে নিয়ে এবার অসমের মোট ছয়টি আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিগত বেশ কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর অসনে নির্দলীয় প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন ফণীধর তালুকদার। কিন্তু প্রতিবারই তিনি পরাজিত হতেন। এবার ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ-এর টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথমবারের মতো বিধায়ক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল ফণীধরের।

আত্মসমর্পণ করলেন হিন্দু রক্ষা দলের প্রধান

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : কথা মত দিল্লির আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন দিল্লির যন্তরমন্তরে বিদ্বেষমূলক স্লোগান দেওয়ায় অভিযুক্ত হিন্দু রক্ষা দলের প্রধান পিঙ্কি চৌধুরী। মঙ্গলবার দিল্লির মন্দির মার্গ থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন পিঙ্কি চৌধুরী।

এর আগে পিঙ্কির একটি ভিডিয়ো নেটমাধ্যমে ভাইরাল হয়। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে। সাধারণ মানুষ চাইলে তিনি দিল্লি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন। ওই ভিডিয়োতেই পিঙ্কি জানিয়েছিলেন, মঙ্গলবার থানায় যাবেন। বলেছিলেন, “আমি আমার অবস্থানে অনড় রয়েছি। আমরা যন্তরমন্তরে কোনও নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিনি। মঙ্গলবার আত্মসমর্পণ করব। পুলিশকে তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব।” সেই কথা মত মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ দিল্লির মন্দির মার্গ থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন পিঙ্কি চৌধুরী। ঘটনার শুরু যন্তরমন্তরে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে। ওই কর্মসূচিতে পিঙ্কি ও তাঁর দলের সমর্থকরা বিদ্বেষমূলক স্লোগান দিয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে। নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে একটি ভিডিয়ো। তার পরেই দিল্লি পুলিশ একটি অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনায় ইতিমধ্যে আট জনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ।

মারিয়াপ্পান থঙ্গভেলু এবং শরদ কুমারকে অভিনন্দন অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : প্যারালিম্পিক্সে ফের সাফল্য ভারতের। মারিয়াপ্পান থঙ্গভেলু এবং শরদ কুমারকে অভিনন্দন জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।মঙ্গলবার অমিতবাবু টুইটে লিখেছেন, “থাঙ্গাভেলু প্যারা অলিম্পিক্সে পুরুষদের হাই জাম্প বিভাগে রৌপ্য পদক এবং শরদ কুমার ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। সারা বিশ্বে ভারতকে সম্মানিত করেছেন। আপনাদের অসাধারণ কৃতিত্বে জাতি গর্বিত। আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভ কামনা করছি।

প্রসঙ্গত, টোকিও প্যারালিম্পিক্সে অব্যাহত ভারতের পদক বৃষ্টি। মঙ্গলবারও ভারতের ঝুলিতে এল কিছু পদক। সকালে ১০ মিয়ার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন সিংহরাজ আধানা। বিকেলে হাইজাম্পের একই ইভেন্টে জোড়া পদক জিতলেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। হাই জাম্পের টি-৪২ বিভাগে রুপো জিতলেন মারিয়াপ্পান থঙ্গভেলু। একই বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জিতলেন শরদ কুমার। এই জয়ের ফলে প্যারালিম্পিক্সে ভারতের পদক সংখ্যা দাঁড়াল ১০।

চাঙ্গা শেয়ার বাজার, ৫৭ হাজারের বেঞ্চমার্ক পেরলো সূচক

মুম্বাই, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : সোমবারের পর মঙ্গলবারেও অব্যাহত সেনসেক্স সূচকের দৌড়। এদিন বাজার খোলার পর লক্ষ্মীর মুখ দেখেছে তথ্য-প্রযুক্তি, মেটাল এবং ফার্মা সংস্থা। সেই লক্ষ্মীলাভের জেরে এক লাফে ৬৬২.৬৩ পয়েন্ট বেড়েছে বিএসই সূচক। এই বৃদ্ধির উপর ভর করে চলতি অর্থবর্ষে সর্বাধিক ৫৭ হাজারের উপরে পৌছয় সূচক। এদিন বাজার বন্ধের সময় বিএসই সূচক ছিল ৫৭,৫৫২.৩৯। একটা সময় ৫৭ হাজার ৬০০ পয়েন্ট পার করেছিল সূচক।

বিএসই-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিফটি সূচক। সারাদিনে ২০১.১৫ পয়েন্ট বেড়ে এই সূচক বন্ধ হয়েছে ১৭,১৩২.২০ পয়েন্টে। একটা সময় ১৭, ১৫০ পয়েন্ট পেরিয়েছিল এই সূচক। এদিন ভারতী এয়ারটেল-সহ বাজার ফিনান্স এবং বাজাজ ফিনসার্ভ ভাল ব্যবসা করেছে। ব্যবসা ভালো করেছে এশিয়ান পেন্টস, টাইটান, টিসিএস। তবে এদিন বাজার মন্দা গিয়েছে, নেস্টলে ইন্ডিয়া, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি এবং ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্কের।

হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

১ সেপ্টেম্বর থেকে হাইলাকান্দিতে মাসব্যাপী খাজনা আদায় শিবির

হাইলাকান্দি (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : আগামীকাল ১ সেপ্টেম্বর থেকে একমাস ব্যাপী হাইলাকান্দি জেলাজুড়ে খাজনা আদায়ের জন্য শিবির স্থাপন করা হবে। রাজস্ব বিভাগের অতিরিক্ত জেলাশাসক এ সম্পর্কে মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লালা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের (এএসও) কার্যালয়ে খাজনা আদায় শিবির খোলা হবে। এর পর ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাটলিছড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের (এএসও) কার্যালয় এবং ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আলগাপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের (এএসও) কার্যালয়ে খাজনা আদায় অভিযান চলবে। এছাড়া হাইলাকান্দি সেটেলমেন্ট অফিসারের (এএসও) কার্যালয়েও সরকারি কাজের দিন নিয়মিত খাজনা জমা দেওয়া যাবে। সরকারি কার্যালয় খোলার দিন সকাল ১১টা থেকে বেলা ২-টা পর্যন্ত খাজনা জমা দেওয়া যাবে। তাছাড়া, পাট্টাদারদের তাঁদের নিজ নিজ জমির খাজনা জমা দিতে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন আবেদন জানিয়েছে।

মাদক মামলায় জামিন পেলেন চিত্রনায়িকা পরীমনি

ঢাকা, ৩১ আগস্ট (হি.স) : মাদক মামলায় জামিন পেলেন বাংলাদেশ ছবির নায়িকা পরীমনি। মঙ্গলবার জামিন আবেদনের শুনানির পর ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ জামিন মঞ্জুর করেন।

ঢাকার অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর তাপস কুমার পাল জানিয়েছেন, অভিযোগপত্র না দেওয়া পর্যন্ত পরীমনিকে জামিন দিয়েছেন আদালত। এর আগে এই মামলায় জামিন আবেদন করা হলে শুনানির জন্য ২১ দিন পর ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখ নির্ধারণ করেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ। তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করেন পরীমনি। তখন এই মামলায় কেন অবিলম্বে জামিন শুনানি হবে না, তা জানতে হাইকোর্ট রুল জারি করলে শুনানি ১৩ দিন এগিয়ে আনা হয়।প্রসঙ্গত, বনানীর বাড়ি থেকে গত ৪ আগস্ট পরীমনিকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। সেখান থেকে ”মদ ও আইস ও এলএসডির মতো মাদকদ্রব্য” উদ্ধার করার কথা জানিয়ে পরদিন মাদক আইনে মামলা হয়। সেই মামলায় তিন দফা রিমান্ড নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিআইডি। গত ২২ আগস্ট মহানগর দায়রা জজ আদালতে পরীমনির পক্ষে জামিন আবেদন করা হয়। কিন্তু আদালত জামিন শুনানির জন্য ২১ দিন পর ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখ নির্ধারণ করেন।

করিমগঞ্জের নুরুল হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে মহিলা সহ পাঁচ অভিযুক্ত গ্রেফতার, খুনের পেছনে বিধায়ক সিদ্দেকের হাত, অভিযোগ

নিলামবাজার (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বিনোদিনীর নুরুল হত্যাকাণ্ডে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে নিলামবাজার পুলিশ। ঘটনার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই এক মহিলা সহ পাঁচ অভিযুক্তকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তবে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ আবদুল্লাহকে পুলিশ এখন পর্যন্ত আটক করতে পারেনি। নুরুল হত্যাকাণ্ডে বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদের হাত রয়েছে বলেও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন পরিবারের সদস্য সহ স্থানীয় জনতা। এদিকে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ময়না তদন্তের পর শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে নুরুলের মৃতদেহ নিলামবাজার পৌঁছতেই বিশালসংখ্যক জনতা নিলামবাজার থানা প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। উত্তেজিত জনতা নুরুল হত্যাকাণ্ডের মূল পাণ্ডা অভিযুক্ত মহম্মদ আবদুল্লাহকে গ্রেফতারের দাবিতে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। উত্তেজিত জনতা অভিযোগ করেন, দক্ষিণ করিমগঞ্জে সিদ্দেক আহমেদ বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পরই এই এলাকায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দক্ষিণ করিমগঞ্জের বর্তমান বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদের রাজনৈতিক আশ্রয়ে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ আবদুল্লাহ রয়েছে বলেও অভিযোগ তুলে থানা চত্বর সরগরম করে তুলেন উত্তেজিত জনতা। এতে থানার সম্মুখস্থ ব্যস্ততম অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক কিছুসময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়ে। আচমকা জাতীয় সড়ক অবরোধের ফলে সাধারণ যাত্রীদের চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। নুরুল হত্যাকাণ্ডের মূল পাণ্ডা মহম্মদ আবদুল্লাহকে অতি সত্বর আটক করা হবে বলে ওসি কমলেশ সিং নিশ্চয়তা দেওয়ার পর উত্তেজিত জনতা জাতীয় সড়ককে অবরোধ মুক্ত করেন। প্রায় ঘন্টাখানেক পর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। নুরুল হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযুক্তদের সন্ধানে ওসি কমলেশ সিং বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে সোমবার রাতেই সাঁড়াশি অভিযানে নামেন। শনবিল উপকুলবর্তী খাগাইল এবং মুলিউড়া এলাকায় বিভিন্ন গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে এক মহিলা সহ পাঁচ অভিযুক্তকে আটক করতে সক্ষম হন ওসি কমলেশ সিং। পুলিশের হাতে আটক অভিযুক্তরা যথাক্রমে ফইজুর রহমান ওরফে ফজি, আনোয়ারা বেগম, সোনাহর আলি ওরফে মন্টু, মাতাব উদ্দিন, আজির উদ্দিন। ধৃতদের আজ আদালতে সোপর্দ করা হলে ফইজুর রহমান, আনোয়ারা বেগম ও আজির উদ্দিনকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোনাহর আলি ওরফে মন্টু এবং মাতাব উদ্দিনকে তদন্তের স্বার্থে নিলামবাজার পুলিশ রিমান্ডে নিয়েছে। প্রতিবেদন পাঠানো পর্যন্ত সোনাহর ও মাতাবকে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে নিলামবাজার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে নুরুল হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত বেশকিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হস্তগত হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ মুখ খুলছে না। উল্লেখ্য, নিজের বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের টাকা মিটিয়ে দিতে যাওয়ার পথে গতকাল অর্থাৎ সোমবার দুপুরে দুষ্কৃতীদের দলবদ্ধ আক্রমণে খুন হয়েছিলেন বিনোদিনীর নুরুল। পরিবারের পক্ষ থেকে এদিন রাতেই নিলামবাজার থানায় পরিকল্পিত খুন সংক্রান্ত একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিলামবাজার পুলিশ তদন্তে নেমে সোমবার গভীর রাতেই এফআইআরে উল্লিখিত অভিযুক্তদের আটক করতে সক্ষম হয়। তবে এফআইআরে নুরুল হত্যাকাণ্ডের মূল পাণ্ডা মহম্মদ আবদুল্লাহর নাম রয়েছে। তাকে ধরতে পুলিশি অভিযান জারি রয়েছে বলে জানান ওসি কমলেশ সিং। শীঘ্রই সে পুলিশের পাতানো জালে পড়বে বলে দৃঢ়তার সঙ্গে জানান ওসি সিং।

কাছাড়ের দিদারখুশে ভগ্নিপতির হাতে অপহৃত ১৬ বছরের নাবালিকা, চাঞ্চল্য এলাকায়

কচুদরম (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলার কচুদরম থানার অন্তর্গত দিদারখুশ চতুর্থ খণ্ডের নাবালিকা ১৬ বছরের শ্যালিকাকে বিয়ে করার জন্য অপহরণ করেছে ভগ্নিপতি। জামাইবাবুর হাতে নাবালিকা অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

নাবালিকার বাবা কচুদরম থানায় অপহরণ সংক্রান্ত একটি এফআইআর দায়ের করেছেন। কচুদরম থানার দিদারখুশ প্রথম খণ্ডের (বাঁশের তল) প্রয়াত শওকত আলির ছেলে আবুল হুসেনকে অভিযুক্ত করেছেন তিনি। অভিযুক্ত আবুল হুসেন সম্পর্কে অপহৃতা নাবালিকার বড় বোনের জামাই। শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গে সুসম্পর্কের ফায়দা নিয়ে নাবালিকা শ্যালিকাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে অভিযুক্ত ব্যক্তি। ঘটনাটি কিছুদিন আগে সংঘটিত হলেও এফআইআর দাখিল ও তদন্ত প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হওয়ায় বিষয়টি চাপা পড়েছিল।

এবার নাবিলাকা উদ্ধারে পুলিশ, শিশু সুরক্ষা সমিতি, জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড (জেজেবি), চাইল্ড লাইন সংস্থা এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো নড়েচড়ে বসেছে। ১৬ বছরের নাবালিকাকে তার ভগ্নিপতির খপ্পর থেকে শীঘ্রই উদ্ধার করতে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে এলাকার সংগঠনগুলো। বিষয়টি নিয়ে গোটা ধলাই এবং সোনাই এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। এমনিতেই কাছাড় জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সংঘটিত মহিলা ও নাবালিকার ওপর যৌন নির্যাতন তথা বাল্য বিবাহ ও শিশু পাচারের ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

এদিকে নাবালিকা অপহরণের ঘটনার তদন্তে কোনও রকমের সাফল্য পাচ্ছে না পুলিশ। তাই স্বাভাবিকভাবে অপহৃতার মা-বাবা পুলিশের ব্যর্থতায় ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। তারা বলছেন, পুলিশকে ম্যানেজ করেই নাকি অভিযুক্ত আবুল হুসেন বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছে। অথচ পুলিশ তাকে খোঁজে পাচ্ছে না। আজ সাংবাদিকদের সামনে সরাসরি এই অভিযোগ করেছেন অপহৃতার বাবা বদরুল হক এবং নিকটাত্মীয়রা। তারা জানান, অভিযুক্ত আবুল হুসেন তার স্ত্রীকে গত ১০ আগস্ট বেধড়ক মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘটনার কিছুদিন পর আবুল সন্ধ্যাবেলা বাড়ির কর্তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এদিকে নাবালিকা অপহরণের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত চলছে বলে দাবি করছে কচুদরম পুলিশ। যদিও স্পর্শকাতর বিষয়টির পুলিশি তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে এলাকায় অসন্তোষজনক পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

হিন্দুস্থান সমাচার / বিশু / সমীপ

৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে করিমগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্থান নির্ধারণ, জানান জেলাশাসক

করিমগঞ্জ (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের গাইড লাইন ও শর্তাবলী অনুযায়ী যাতে করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ ব্যাপারে আজ মঙ্গলবার মেডিক্যাল কলেজ দাবি বাস্তবায়ন সমিতির এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসক খগেশ্বর পেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। জেলাশাসকের আশ্বাস, ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্থান নির্ধারণ করে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট অধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার দফতরের প্রধানসচিব অনুরাগ গোয়েলের (আইএএস)-এর জারিকৃত নির্দেশে করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতাল থেকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে ১৫০ বিঘা জমি নির্ধারণ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের জন্য উপযুক্ত জমি নির্ধারণের সময় যাতে জেলাশাসক এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। এ সম্পর্কে একটি স্মারকপত্রও জেলাশাসকের হাতে তুলে দেন তাঁরা। বাস্তবায়ন সমিতির আহ্বায়ক নন্দ কিশোর বণিক সহ সকল সদস্যকে জেলাশাসক আশ্বস্ত করেন, অসম সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের গাইড লাইন ও শর্তাবলী অনুযায়ী অবিলম্বে অধিক স্থান নির্ধারণ করে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। সেই সঙ্গে জেলাশাসক খগেশ্বর পেগু সমিতির সদস্যগণকে এও জানান, ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্থান নির্ধারণ করে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট অধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করবেন জেলাশাসক।

জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে করিমগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ দাবি বাস্তবায়ন সমিতির প্রতিনিধি দলে ছিলেন অধ্যাপক নির্মল কুমার সরকার, মৃন্ময় রায়, তরুণ দাস, তারাকিশোর বণিক, রূপক দে, রশিদ চৌধুরী, সুলেখা দত্তচৌধুরী, ঝুমা দাস প্রমুখ।

১ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিদিবসীয় অনলাইনে ‘কৃষ্ণ সাজো’ প্রতিযোগিতা বারইগ্রামে

বারইগ্রাম (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : কথা ছিল সরাসরি ‘কৃষ্ণ সাজো’ প্রতিযোগিতা হবে বারইগ্রাম শ্রীশ্রী রাধারমণ আশ্রমে। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতিতে বাইরের প্রতিযোগিদের আবেদনে সাড়া দিয়ে এবার অনলাইনের মাধ্যমে ‘কৃষ্ণ সাজো’ প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাধারমণ সেবা সমিতি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দল। আজ মঙ্গলবার আশ্রমের মণ্ডপে রাধারমণ সেবা সমিতির সভাপতি বিষ্ণুপদ রায়ের পৌরোহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমূহ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করেন সেবা সমিতির মুখ্য আহ্বায়ক অরূপ রায়। অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্বহিন্দু পরিষদের পক্ষে সুমিত দে, বজরং দলের পক্ষে ভাগবত রায় ছাড়াও সুনয়ন দাস, প্রাণবল্লভ দাসচৌধুরী, নিশীথ দাস, হিমানী দত্ত প্রমুখ নিজ নিজ বক্তব্যর পেশ করেন। পরে সর্বসম্মতিক্রমে কৃষ্ণ সাজো অনুষ্ঠানটি অনলাইনে পরিচালনার সিদ্ধান্তগ্রহণ করে সভা। এ ব্যাপোরে সংস্থার নিজস্ব ফেসবুক পেজে বিস্তারিত নিয়মনীতি সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতাটি আগামীকাল ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। প্রতিযোগিরা নিজেদের কৃষ্ণের সাজে সজ্জিত করে ছবি পোস্ট করতে পারবে। ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে অনলাইন ভোটিং পর্ব। ১১ সেপ্টেম্বর ফলাফল ঘোষণা করা হবে। এতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের নাম অনলাইনেই ঘোষণা করা হবে। তবে বিজয়ীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র বারইগ্রাম শ্রীশ্রী গোপাল জিউ, শ্রীশ্রী রাধাবিনোদ জিউ ও শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর আশ্রম কার্যালয় থেকে গ্রহণ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

অসমের বন্যা পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র, মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন প্রধামন্ত্রীর, যাবতীয় সহায়তার আশ্বাস

গুয়াহাটি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : অসমের বন্যা পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি এবং বন্যার্তদের উদ্ধার ও ত্রাণবিলি নিয়ে সরকারি পদক্ষেপের খবর নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে অসমের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ফোনে কথা বলেছেন তিনি। সামগ্রিক পরিস্থিতি বর্ণনা করে তাঁর সরকার গৃহীত নানা পদক্ষেপের তথ্যও প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। কী কারণে অসমকে ঘন ঘন বন্যার কবলে পড়তে হয় তার ব্যাখ্যাও হিমন্তবিশ্বের কাছে শুনেছেন মোদী। সব শোনে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় মোটেও বিচলিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে রাজ্যকে এ ব্যাপারে যাবতীয় সহযোগিতা কেন্দ্রীয় সরকার করবে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এর পর সকাল ১০:৩০ মিনিটে টুইট করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী। দুর্যোগ মোকাবিলায় অসমকে সর্বতোপ্রকারের সহায়তা করার কথাও জানিয়েছেন টুইটার হ্যান্ডলে। পাশাপাশি বানভাসি জনসাধারণকে সুরক্ষিত রাখতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করেছেন নরেন্দ্র মোদী।

জবাবি টুইটবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসমে চতুর্থ দফার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। ইতিমধ্যে ২১টি জেলার ৫০টি রাজস্ব সার্কলের ৯৫০টি গ্রামের শিশু-মহিলা সহ প্রায় ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৩৫ জন মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন। বন্যার কবলে পড়ে দুই শিশু মৃত্যু হয়েছে। চতুর্থ দফার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩০,৩৩৩.৩৬ হেক্টর কৃষিজমি। এছাড়া এবার গোটা রাজ্যের বন্যাক্রান্ত এলাকায় প্রায় ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ১৪৪টি পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আধুনিক লাইফস্টাইলের স্মার্ট সঙ্গী

ঘরে-বাইরে মানুষের কাজের সুবিধা আর আরামের তাগিদেই নানা সময় আসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। আবার গৃহসজ্জার প্রয়োজনেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। বহু বছর ধরে বাড়িতে ব্যবহারের জন্য চেয়ার, ডিভান বা সোফাই বেশি জনপ্রিয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই আসবাব অনেকের কাছেই বেশ পুরোনো এবং বাড়িতে আরও বেশি আরামের আসবাব চায় অনেকেই। এরই ধারাবাহিকতায় আসবাবের ট্রেন্ডে প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে নতুন কিছু।

অধিক আরামে—আয়েশে বসতে এই ট্রেন্ডে যুক্ত হয়েছে বিন ব্যাগ। প্রায় এক দশক ধরে অন্দরসজ্জায় এর ব্যবহার বেশ জনপ্রিয়। অনেকের মতে, এটি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আরামের আসন। আবার ঘর সাজাতে বা আকর্ষণীয় আসবাব হিসেবেও রয়েছে এর জনপ্রিয়তা। বিশেষ করে টিনএজাররা এই আসবাবের বেশি ভক্ত। অদ্ভুত আকৃতির জন্য অনেক তরুণ—তরুণীর বেডরুমেও স্থান পেয়েছে বিন ব্যাগ। কানে হেডফোন, কোলে ল্যাপটপ তুলে অনায়াসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায় এই আসবাবে। খাওয়া, ঘুমসবটাই চলতে পারে অনায়াসে। গেমারদের জন্যও এটি বেশ আরামদায়ক। কেউ কেউ স্টাডি রুমেও রাখেন বিন ব্যাগ। আর যাঁরা বাড়িতেই আড্ডার আয়োজন করেন, তাঁদের জন্য এটি আদর্শ আসবাব। বিন ব্যাগের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটি সহজেই স্থানান্তর করা যায়।

সময়ের চাহিদায় বাসার ড্রয়িংরুমেও জায়গা করে নিয়েছে বিন ব্যাগ। এই আসবাবে ইন্টেরিয়র করা বাসা দেখতেও নান্দনিক। আবার বাড়িতে যাঁরা রেস্টুরেন্ট বা ক্লাবের মতো আবহ তৈরি করতে চান, তাঁদের জন্যও এটি আকর্ষণীয়। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে বিভিন্ন রঙে পাওয়া যায় বিন ব্যাগ। রঙিন এই চেয়ার মূলত আর্টিফিশিয়াল লেদারে তৈরি। এর আকৃতিও ব্যাগ বা বস্তার মতো।

এই ব্যাগের সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি চেইন, যার সাহায্যে এর ভেতরে দেওয়া হয় বিশেষ ধরনের বিন। বিন ভরা এই ব্যাগই বিন ব্যাগ চেয়ার। কালো, খয়েরি, লাল, সবুজ, নীল, কমলা, হলুদ, বেগুনিসহ নানা রঙের বিন ব্যাগ বাজারে পাওয়া যায়। আবার অনেকে কাপড় দিয়েও বিন ব্যাগ তৈরি করছেন। ডিজাইন কেমন হবে বা কার কেমন পছন্দ, এটা ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। এই আসবাবের রয়েছে বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা।

* বিন ব্যাগ ওজনে হালকা হওয়ার কারণে বাড়ির ভেতর বা বাইরে যেকোনো জায়গায়ই ব্যবহার করা যায়।

* সব সময় ব্যবহার না করলে গুছিয়েও রাখা যায়।

* বিন ব্যাগের গড়ন সাধারণত আপেলাকৃতির, ত্রিকোনাকার, ফুটবলাকৃতির, ডবি, ওভাল, পেন্টাগন ধরনের হয়ে থাকে।

* কম জায়গার লিভিংরুমে বসার পাশাপাশি অতিথির জন্য ঘুমানোর বিকল্প জায়গা হতে পারে এটি।

* গতানুগতিক আকার ও আকৃতির আসবাব থেকে এটি ভিন্ন বলে বেশ ফ্যাশনেবলও। একে বলা যায়, আধুনিক লাইফস্টাইলের স্মার্ট সঙ্গী।

হোম অফিসের অন্দরসজ্জা

করোনা মহামারির দিনে আবার ফিরে এল হোম অফিস। হোম অফিস মানে ঘরে থেকেই অনলাইনে অফিসের কাজ সারা। মিটিং, প্রেজেন্টেশন, কাজ নিয়ে সাধারণ আলোচনা বা অফিসের দায়িত্বগুলো ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপ কম্পিউটারে সেরে ফেলা এখন খুবই সাধারণ ও স্বাভাবিক একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

হোম অফিসের অন্দরসজ্জা হতে পারে এরকম ছবি: পেকজেলসডটকম

হোম অফিসের জন্য ঘরেই তৈরি করে নিতে হবে সৃজনশীল কাজের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জায়গা। স্থাপত্য ও অন্দরসজ্জাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান হাইভের প্রধান স্থপতি রাফিয়া মারিয়াম আহমেদ মনে করেন, বই পড়ার ঘর, শোবার ঘর বা বসার ঘরও হতে পারে হোম অফিসের ভালো স্পেস। তবে সে ক্ষেত্রে জায়গাটা কাজের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামদায়ক হওয়া উচিত। প্রয়োজনীয় সব জিনিস যেন হাতের কাছেই পাওয়া যায়, তা—ও ঠিকঠাক করে নেওয়া জরুরি। এ ছাড়া দিনের অনেকটা সময় যেহেতু এই টেবিল-চেয়ারেই কাটাতে হয়, তাই জায়গাটির সাজে একটু পরিপাটি ভাব থাকলে কাজে মন দেওয়া সহজ হবে

হোম অফিসের অন্দরসজ্জা হতে পারে এমন প্রাকৃতিক আলোয় ছবি: ইনস্টাগ্রাম

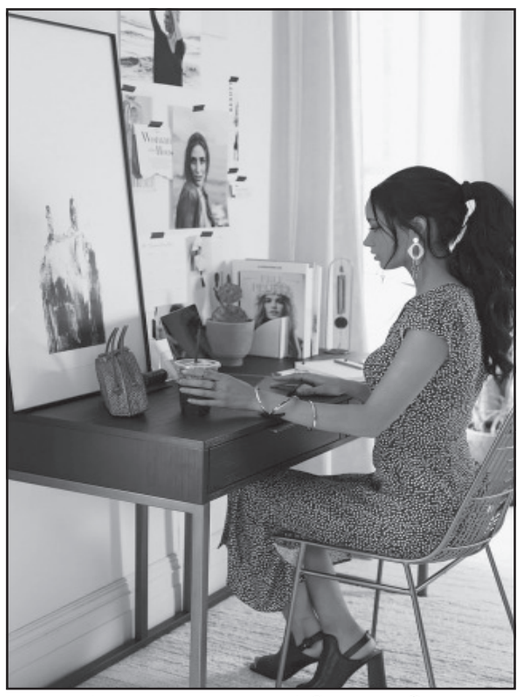

মিনিমাল রাখা

মিনিমাল বিষয়টি আধুনিক একটা ধারণা। যাঁরা খুব গোছানো ও পরিপাটি কাজের জায়গা পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য মিনিমাল সাজ সঠিক হবে। মিনিমাল সাজ মানে অল্প আসবাব বা উপাদানেই জায়গাটি সাজিয়ে নেওয়া। ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের জন্য একটা ঠিকঠাক টেবিল, টেবিলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, কলম, চা রাখার মগ/ কাপব্যস, এই তো। কাজের জায়গায় অল্প জিনিস থাকলে প্রয়োজনীয় কোনো কিছু চট করে খুঁজে পেতেও সুবিধা হবে। টেবিলে ফুলদানিতে একগুচ্ছ টাটকা বর্ষার ফুল রাখতে পারেন। ঘরে জায়গা কম থাকলে ছোট আকারের অফিস স্পেসই আদর্শ। ছবি: পেকজেলসডটকম

অফিসকে ঘর থেকে আলাদা করুন

ঘরে জায়গা কম থাকলে ছোট আকারের অফিস স্পেসই আদর্শ। সে ক্ষেত্রে আসবাব বাছাই করতে হবে সৃজনশীল উপায়ে। সাধারণত কাজের টেবিলের কারণে ঘরের অনেকটা জায়গা দখল হয়ে যায়। তাই জায়গা বাঁচাতে ভাঁজ দেওয়া বা ফোল্ডিং টেবিল হতে পারে সমাধান। অফিস করার জন্য ঘরের টেবিল টানাটানি না করে কিনে নিতে পারেন ছোট একটা পোল্ডিং টেবিল। কাজ শেষে দেয়ালের সঙ্গেই আবার ঝুলে থাকবে টেবিলটি। ফলে জায়গা বাঁচাবে আর কাজেও ব্যবহার করা যাবে। এই জায়গায় একটু নতুনত্ব আনতে টেবিলের ঠিক ওপরে কাঠের লম্বা সেলফ করে তাতে বই, শোপিচ বা ফুল রাখা যায়। ঘর আর অফিস যেন এক না হয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

অফিসের কাজ মানে সেখানে দরকার পর্যাপ্ত আলো। কারণ, আলো কম থাকলে কাজের প্রতি তৈরি হবে অনীহা। তাই যথেষ্ট সূর্যের আলো যেন থাকে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। জানালার কাছে বা বারান্দার পাশে থাকলে কৃত্রিম আলোর দরকারই হবে না। ঘর থেকে আলাদা করতে বারান্দার এক কোণেও কিন্তু আপনি অফিসের ব্যবস্থা করে নিতে পারেন।

সৃজনশীল কাজের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জায়গা তৈরি করে নেওয়া দরকার।ছবি: আনস্প্ল্যাশডটকম

সৃজনশীল কাজের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জায়গা।রঙিন আবহ

রঙের প্রতি যাঁদের আলাদা টান আছে, তাঁদের জন্য রঙিন স্পেস বাড়াবে কাজের প্রতি আগ্রহ। কাজের জায়গার চারদিকে রঙিন

পেইন্টিং, লাল, নীল বা সবুজ শোপিচ বা ফাওয়ার ভাস রাখা যেতে পারে। এ ছাড়া টেবিল-চেয়ার, টেবিলে রাখা ল্যাম্পশেড রাখতে পারেন। মেঝের কার্পেটের ক্ষেত্রে গাঢ় ও কয়েক রঙের মিশেলকে প্রাধান্য দিতে পারেন। এতে কাজের জায়গাটি ঘিরে বেশ একটা রঙিন রঙিন আবহ তৈরি হবে। হোম অফিসে থাকতে পারে সবুজের আবহ

কাজের জায়গা সবুজে ঘেরা হলে মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায়। চোখের আরাম হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর অক্সিজেন পাওয়া যায়; যা ঠান্ডা ও ফুরফুরে অনুভূতি দেবে। টেবিলের ওপরে ছোট পটে মানিপ্ল্যান্ট দেওয়া যেতে পারে। মেঝেতে টবে মাঝারি গাছে জায়গাটি অনায়াসেই ছিমছাম করে সাজিয়ে তোলা

ই মুরগী খেলে অ্যান্টিবায়োটিকও ফেল

চিকেন ফ্রাই, চিকেন রোস্ট, চিকেন উইং, চিকেন নাগেটস- কত কিছুই না রয়েছে! এসবের জন্য আজকাল আর রেস্তোরাঁয় যেতে হয় না। অনেকে ইউটিউব, গুগল ঘেঁটে বা নিত্য-নতুন চিকেনের সুস্বাদু রান্না শিখছেন আর প্রায় প্রতিদিনই বানাচ্ছেন বাড়িতে। শিশুদেরও অভ্যস্ত করে তুলছেন এসব খাবারে।

কিন্তু জানেন কি এই ''চিকেন প্রীতি'' আপনার মারাত্মক বিপদ ডেকে আনছে? এসব খাওয়ায় অধিকাংশ ওষুধই আপনার শরীরে কাজ করবে না। নানা রোগের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হবে অ্যান্টিবায়োটিকও। শুধু তাই নয়, আমাদের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও ধীরে ধীরে নষ্ট করে দিচ্ছে এই ব্রয়লার মুরগী।

এমনটাই জানাচ্ছেন ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিতক ড় অরিন্দম বিশ্বাস। তিনি জানান, ইদানীং আমরা যত মুরগি খাই তার প্রায় সবই আসে কোনও না কোন পোল্ট্রি খামার থেকে। আর প্রায় সব পোল্ট্রি খামারেই মুরগির স্বাস্থ্য দ্রুত বাড়াতে, বেশি মাংস পেতে মুরগির খাবারের সঙ্গে এক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া হয়। এই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে মানুষের শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের কার্যক্ষমতা দিনে দিনে হ্রাস পেতে থাকে। এই ভাবে চলতে থাকলে একটা সময় হয়তো অধিকাংশ অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধই শরীরে কোন রকম ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হলে তা ঠেকাতে ব্যর্থ হবে।

ড় বিশ্বাস আরও জানান, সম্প্রতি লন্ডনের ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজিমের চালানো এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য। ওই সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো ছাড়া ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়ার মতো একাধিক দেশে পোল্ট্রি খামারে মুরগির খাবারের সঙ্গে উচ্চ মাত্রায় কোলিস্টিন নামের একটি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়।

ওই সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, বাজারে লব্ধ প্রায় সব প্রক্রিয়াজাত মুরগির মাংসেই উচ্চ মাত্রার কোলিস্টিনের উপস্থিতি রয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ''ওয়ার্ল হেলথ অর্গানাইজেশন'' -এর (ডব্লিএইচও) যে বিধি-নিষেধ রয়েছে, তা কোন ভাবেই মানা হচ্ছে না, তারই প্রমাণ মিলেছে এই সমীক্ষায়।

এই বিপদ এড়ানো তখনই সম্ভব যখন দেশের পোল্ট্রি খামারগুলোতে কোলিস্টিনের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ হবে। আর যতটা সম্ভব পোল্ট্রি বা ব্রয়লার মুরগি কম খেতে হবে। এড়িয়ে চলতে পারলে সবচেয়ে ভাল। একবারেই যদি সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে বেশি সময় নিয়ে রান্না করে খাওয়াই ভাল।

আপনার হার্ট সুস্থ রাখতে জেনে নিন দেবী শেঠির কিছু জরুরী পরামর্শ

উপমহাদেশের আলোচিত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন চিকিতক দেবী শেঠি বিশ্বের সেরা ১০ জন সার্জনের একজন। হৃদরোগ এড়ানোর জন্য তিনি জরুরী কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। সেগুলো হলো- ১. শর্করা এবং চর্বিজাত খাবার কম খেতে হবে। আর আমিষের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। ২. সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন আধা ঘণ্টা করে হাঁটতে হবে। লিফটে চড়া এড়াতে হবে। একটানা বেশি সময় বসে থাকা যাবে না। ৩. ধূমপান ত্যাগ করতে হবে। ৪. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ৫. রক্তচাপ এবং সুগারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৬. শাক জাতীয় নয়, এমন খাবার খাওয়া হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী নয়। ৭. ত্রিশের ওপরে সবার উচিত নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। ৮. জীবনে সব কিছু নিখুঁত হবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। তাই জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। ৯. জগিং করার চেয়ে হাঁটা ভালো। জগিং করলে মানুষ দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যায় এবং জয়েন্টে ব্যথা হয়। ১০. অনিয়মিত খাদ্যাভাস মানুষকে জাঙ্ক ফুডের দিকে ঠেলে দেয়। আর তখনই হজমের জন্য ব্যবহৃত এনজাইমগুলো দ্বিধায় পড়ে যায়। তাই নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভাস, হাঁটাহাঁটি এবং আখরোট খেতে হবে। ১১. হৃদযন্ত্রের জন্য সবচেয়ে ভালো খাবার ফল এবং সবজি। আর সবচেয়ে খারাপ তৈলাক্ত খাবার। যে কোনও তেলই খারাপ। ১২. নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে সুগার এবং কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক মাত্রা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। তাছাড়া রক্তচাপ পরিমাপও জরুরি। ১৩. হার্ট অ্যাটাক হলে রোগীকে প্রথমে শুইয়ে দিতে হবে। এরপর জিহ্বার নিচে একটি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট রাখতে হবে। যদি পাওয়া যায় তবে অ্যাসপিরিনের পাশাপাশি একটি সরবিট্রেট ট্যাবলেটও রাখতে হবে। এরপর দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এই সব খাবার গুলি !

করোনাকালে শরীরের প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শরীরে রোগ বাসা বাঁধলে করোনার ঝুঁকি বেড়ে যায় অনেকটাই। এই সময়ে অনেকেই নানা আতঙ্কে কাটান এবং দীর্ঘসময় ধরে বাসাবাড়িতে অবস্থান করেন। এতে করে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। তাই পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাপ ডাবের জলে প্রায় ৪০৫ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে। তাই নিয়মিত ডাবের জল খেলে পটাশিয়ামের ঘাটতি দূর হবে। তাতে আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে। বেদানা এই ফলে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ফোলেট। ১০০ গ্রাম বেদানায় পটাশিয়ামের পরিমাণ ২৩৬ মিলিগ্রাম। তাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকর এটি। তাই খাবারের পাওয়া বেশ দুষ্কর। ১০০ গ্রাম আলুতে ৪২১ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম রয়েছে। তাই সহজেই অপরিহার্য উপাদানের ঘাটতি মেটায় এই সবজি। মিষ্টি আলুতেও পটাসিয়ামের মাত্রা যথেষ্ট। ১০০গ্রাম মিষ্টি আলুতে পটাশিয়ামের পরিমাণ ৩৩৭ মিলিগ্রাম। অ্যাপ্রিকট বা খুবানি শুকনো অ্যাপ্রিকট যদি দিনে ৬টা খাওয়া যায়, তাহলে সহজেই ৪৮৮ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পাওয়া যেতে

শরীরের জন্য অন্যতম জরুরি উপাদান হলো পটাশিয়াম। তাই খাবারে রাখতে হবে পটাসিয়াম। ফলের মধ্যে কলা খেলে পটাশিয়াম ঘাটতি নিয়ে চিন্তা থাকে না। মাঝারি আকারের একটা কলায় পটাসিয়াম থাকে প্রায় ৪২২ মিলিগ্রাম। কিন্তু অনেকেই কলা খেতে পছন্দ করেন না। সে ক্ষেত্রে শাক, টমেটো, ফলের রস এবং সব রকমের ডালে মিটবে পটাশিয়ামের ঘাটতি। এই সময়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখাটা জরুরি। তাই যাদের কলা খেতে সমস্যা নেই, তারা কলা তো খাবেনই এর সঙ্গে আরও যা খেতে পারেন তা জেনে নিন. ডাবের জল চিকিতকরা বলেন, পুষ্টির সমাহার রয়েছে ডাবের জলে। এক তালিকায় বেদানা রাখার চেষ্টা করুন। লেবুজাতীয় ফলপটাশিয়ামের সমাহার রয়েছে মোসাম্বিতে। ১০০ গ্রাম মোসাম্বিতে রয়েছে ৪৯০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম। এছাড়া ১০০ গ্রাম কমলালেবুতে রয়েছে ১৮১ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম। যে কোন লেবুতে পাবেন পটাশিয়াম। তরমুজ এই ফলে জলের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। হৃদযন্ত্রের সমস্যায় উপকারী তরমুজ, এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। মাত্র এক টুকরা তরমুজে (গোটা তরমুজের ১৬ ভাগের এক ভাগ) ৩২০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে। যা প্রতিদিনের প্রয়োজনের প্রায় ৭ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম। আলু খাবারে আলু থাকে না, এ রকম মানুষ পারে। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে, চোখ ভাল থাকবে এবং হাড়ের গঠনও মজবুত হবে। পালং শাক এই শাক পুষ্টির সমাহার বললে ভুল হবে না। অপরিহার্য ভিটামিন এ, সি, কে ছাড়াও রয়েছে ফোলিক অ্যাসিড, আয়রন, ক্যালসিয়াম। এক কাপ পালং শাকে প্রায় ৫৪০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে। ওজন কমাতেও সাহায্য করে পালং। আপনার প্রতিদিনের খাবারে উপরোক্ত খাদ্যদ্রব্যগুলোকে সংযুক্ত করুন। তাতে করে আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকলে ভালো থাকবে হৃদযন্ত্র, এর সঙ্গে কিডনিও ভাল থাকবে।

আচার বানানোর সময় এই পাঁচটি জিনিস কখনই ভুলবেন না

ভারতীয়দের খাবারে আচার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আচার ছাড়া যেন কোনও খাবারই সম্পূর্ণ হয় না। গ্রাম হোক কিংবা শহর। বাড়ির মা, ঠাকুমাদের আচার তৈরি করাটা একপ্রকার শখই বলা যেতে পারে। আলসে দুপুরে একবাটি আচার পেলে মন্দ লাগে না কিন্তু। কিংবা পরোটার আচার হলে তো আর কোনও কথাই নেই। তবে জানেন কি আচার তৈরিরও বেশ কিছু নিয়ম আছে। কী কী নিয়ম? রইল তালিকা। আচার তৈরির করার জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন রকমের মশলা, তেল। আচারে ব্যবহৃত মশলা তেল কোনটাই বেশি পুরোনো হওয়া উচিতনয়। তাহলে আচার নষ্ট হয়ে যেতে পারে।আচারে আমরা কী ধরনের তেল ব্যবহার করছি তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সঠিক তেল ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আচার কখনই অলিভ ওয়েলে তৈরি করা যায় না। সর্ষের তেল ছাড়া ভাল আচার কখনই তৈরি করা যায় না। সুস্বাদু আচার তৈরির জন্য সবব মশলা ভাল করে মিশ্রণ করা ভীষণই প্রয়োজন। শুধু মশলা নয় আচারে দেওয়া হয় নানা রকম সবজিও। তাই আচারে দেওয়া সবরকম উপাদান ভাল মিশ্রণের ফলে মশলাগুলি ভাল করে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। হাত দিয়ে কখনও আচার মেশানো উচিতনয়। বড় চামচ বা হাতা ব্যবহার করা উচিত আচার অনেকদিন পর্যন্ত রেখে দেওয়া যায়। তাই আচার বহুদিন পর্যন্ত ঠিক রাখতে গেলে পরিষ্কার বয়াম থাকা প্রয়োজন। কাঁচ, স্টিল বা প্লাস্টিকের বয়াম ব্যবহার করাই ভাল। কাঁসা বা তামার পাত্র এড়িয়ে চলাই ভাল এই ক্ষেত্রে।

রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে নাভির যত্ন নিন, দেখুন এর স্বাস্থ্য উপকারিতা

নাভি কেবলমাত্র পেটের উপর একটি ছোট্ট বিন্দু নয়, বরং নাভি হলো শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে সক্ষম। শরীরের একাধিক শিরা নাভির সাথে যুক্ত। তাই নিয়মিত নাভিতে তেল মালিশ করা হলে, আমাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

নাভির যত্ন নিতে নাভিতে নারকেল তেল, সর্ষের তেল, রোজমেরি অয়েল অথবা যেকোনও ধরনের তেল ব্যবহার করা যেতে পারে! তাহলে দেখে নেওয়া যাক, নাভিতে তেল মালিশ করলে স্বাস্থ্যের কী কী উপকার হয়

১)জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে আমাদের শরীরের অন্যতম অবহেলিত অংশ হল নাভি। আমরা অনেকেই নাভির পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিই না। দীর্ঘদিন ধরে নাভি পরিষ্কার না করা হলে, ময়লার আস্তরণ জমে এবং শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই, নাভিতে তেল মালিশ করলে, জমে থাকা ময়লা ভালো করে পরিষ্কার হয়ে যায়। এতে নাভি এবং পেটের সম্ভাব্য সমস্যা থেকে মুক্ত রাখে। ২) রক্ত পরিশোধন এবং বর্ণের উন্নতি করে আপনি যদি উজ্জ্বল ও সুন্দর ত্বক পেতে চান, তবে নিয়মিত নাভিতে তেল দিয়ে মালিশ করুন। নাভিতে তেল দিয়ে মালিশ করা হলে, এটি রক্ত পরিশোধন করতে সহায়তা করে এবং শরীর থেকে অপদ্রব্য ও দাগ-ছোপ দূর করতেও সহায়তা করে। নিম তেল, নারকেল তেল অথবা লেমন এসেনশিয়াল অয়েলের মতো বিভিন্ন ধরনের থেরাপিউটিক তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। ৩) সংক্রমণের ঝুঁকি কমায় প্রতিদিন ঠিকভাবে নাভি পরিষ্কার না করা হলে, সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। সংক্রমণের চিকিতা এবং প্রাকৃতিক উপায়ে জীবাণুনাশের জন্য, তেল মালিশ একটি ভাল বিকল্প হতে পারে। সরিষার তেল অথবা টি-ট্রি অয়েলের মতো তেলের ব্যবহার, ব্যাকটেরিয়া নাশ করে এবং পুনরায় ফিরে আসতেও বাধা দেয়।

৪) পেটের সমস্যা দূর করে পেট খারাপ, পেট ফুলে থাকা অথবা বমি বমি ভাবের মতো বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে, নিয়মিত নাভিতে তেল মালিশ করুন। এক্ষেত্রে আদা এবং সর্ষের তেলের সংমিশ্রণ নাভিতে প্রয়োগ করুন। এটি পেটের অস্বস্তি এবং বদহজমের মতো বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে সহায়ক। ৫) মাসিকের যন্ত্রণা থেকে স্বস্তি দেয় মাসিকের অসহ্যকর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম উপায় হল, নাভিতে তেল মালিশ করা। নাভিতে তেল মালিশ করলে এটি জরায়ুর চারপাশের শিরাগুলি রিল্যাক্স হয় এবং ব্যথা প্রশমিত করে, শরীর তরতাজা হয়ে ওঠে।

রাজনগরে সিপিএমের শহিদান দিবস উপলক্ষ্যে দুই দলের মধ্যে বিবাদের জেরে উত্তেজনার পর সিপিএমের মিছিল। ছবি ঃ নিজস্ব

আগামীকাল তেলেঙ্গানায় খুলছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জানিয়ে দিল হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স) : আগামীকাল অর্থাত ১ সেপ্টেম্বর রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্তকে স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিল তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ দেড় বছর বন্ধ থাকার পর বিগত ২৪ আগস্ট তেলেঙ্গানার রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ১ সেপ্টেম্বর থেকে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন চালু তবে কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত তা আবার আটকে গেল। তবে, কোনো বিদ্যালয় চাইলে পঞ্চাশ শতাংশ পড়ুয়া নিয়ে অফলাইন পঠনপাঠন শুরু করতে পারে। কিন্তু আবাসিক বিদ্যালয় কোনোভাবেই এখন খোলা যাবে না। পাশাপাশি, হাইকোর্ট জানিয়েছে বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার জন্য কোনো পড়ুয়াকে জোর করা যাবে না।

হাইকোর্ট জানিয়েছে, শিশু থেকে বারো ক্লাস পর্যন্ত কোনো পড়ুয়াদেরকেই সশরীরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজির হওয়ার প্রয়োজন নেই। অথচ আজ থেকে সরকারি, বেসরকারি থেকে শুরু অঙ্গনওয়াড়ি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তেলেঙ্গানা রাজ্যসরকার। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রীদের মিয়ে একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নতুন নিয়মে বিদ্যালয় খোলার বিষয়ে প্রতিটি ক্লাসরুমকে স্যানিটাইজ করে, জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করে পড়ুয়াদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিল বিদ্যালয়। বিশেষভাবে হাইকোর্ট বলেছে, ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য তাঁদের বা অভিভাবকদের ওপর কোনো রকম চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। আগে যে রকম একশো শতাংশ উপস্থিতি ছাড়া পরীক্ষায় বসা যেত না এই নিয়মটিও বর্তমানে চলবে না। যেহেতু আগামী সেপ্টেম্বর অক্টোবরে কোভিডের তৃতীয় দফা আসতে পারে তাই এই মুহূর্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিল না সে রাজ্যের হাইকোর্ট।

প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ সৃষ্টি যোজনার ঋণ নিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার আহ্বান হাইলাকান্দিতে

হাইলাকান্দি (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ সৃষ্টি যোজনা (পিএমইজিপি) সহ অন্যান্য স্বনির্ভর কর্মসূচি সম্পর্কে জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য পাঁচটি সচেতনতা শিবির সেপ্টেম্বর মাসে আয়োজন করা হবে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং জেলা শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে।

আজ মঙ্গলবার হাইলাকান্দিতে পিএমইজিপি-র ঋণ সম্পর্কে নিয়োগ প্রার্থীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা বাড়াতে আয়োজিত এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলা উন্নয়ন কমিশনার (ডিডিসি) রঞ্জিত কুমার লস্করের পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত সভায় জেলার নিয়োগ প্রার্থীদের পিএমইজিপি ঋণ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের আগে জেলায় তিনটি সচেতনতা শিবির এবং ১৫ সেপ্টেম্বরের পর আরও দুটি সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হবে।

ডিডিসি আরকে লস্কর জানান, হাইলাকান্দি শহরে প্রথম সচেতনতা শিবির, আলগাপুর ব্লক এলাকায় দ্বিতীয় শিবির এবং লালায় তৃতীয় শিবির আয়োজন করা হবে। এছাড়া কাটলিছড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং কাটলিছড়া আইটিআই-তেও অনুরূপ শিবিরের আয়োজন করা হবে।

জেলা শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার সুস্নাত নাথ সভায় জানান, ভালো শিল্পোদ্যোগী হলে পিএমইজিপি-তে ঋণের কোনও ঊর্ধসীমা নেই। ঋণের জন্য সব শর্ত পূরণ করলে অর্থ দেওয়া হবে এবং ভরতুকিও পাওয়া যাবে। সভায় জানানো হয়েছে, আত্মসহায়ক দল (এসএইচজি)-এর সদস্যরাও ব্যক্তিগতভাবে পিএমইজিপি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সভায় অংশ নিয়ে নগর জীবিকা মিশনের ডিপিএম মাহমুদুর রহমান পারভেজ জানান, শহরের নিয়োগ প্রার্থী ৯৮২ জনকে দক্ষতা বিকাশের তিন মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরও ৩০০ এসএইজজি সদস্য রয়েছেন। তাঁদের জন্য পিএমইজিপি ঋণের আবেদন করা হবে। সভাপতির ভাষণে ডিডিসি লস্কর আইটিআই এবং পলিটেকনিক্যালের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রদের মধ্যেও সচেতনতামূলক শিবির আয়োজনের নির্দেশ দেন যাতে তাঁদের মধ্যেও স্বনির্ভরতার উদ্যোগ গড়ে ওঠে। সভায় জেলা এসসি বোর্ডের সভাপতি, এসটি বোর্ডের সভাপতি সহ কাটলিছড়া আইটিআই-এর ইনচার্জ সুপারিনটেনডেন্ট তথা শ্রীকোণা আইটিআই-এর সিনিয়র প্রিন্সিপাল একে নাগও অংশ নেন।

আট বছর পর পাকিস্তানের জেলে বন্দি থাকা দুই ভারতীয়কে মুক্তি দিল ইসলামাবাদ

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স) : পাকিস্তানের জেলে গত আট বছর ধরে বন্দি থাকা দুই ভারতীয়কে মঙ্গলবার তাঁদের ছেড়ে দিল ইসলামাবাদ।

অনুপ্রবেশ করার অভিযোগ ছিল তাদের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জেলে গত আট বছর ধরে বন্দি ছিলেন দুই ভারতীয়। মঙ্গলবার তাঁদের ছেড়ে দিল ইসলামাবাদ। ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরেন তাঁরা। ওয়াঘা সীমান্তে বর্ডার সিকিওরিটি ফোর্স বা বিএসএফের হাতে তাঁদের তুলে দেওয়া হয়।

সরকারি সূত্রে খবর ২০১৩ সালে ভারতীয় নাগরিক শর্মা রাজপুত এবং রাম বুহদার কাশ্মীর থেকে নিয়ন্ত্রণ রেখা হয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে বলে অভিযোগ। এরপরেই পাকিস্তান রেঞ্জার্স তাদের গ্রেফতার করে। পরে দেখা যায় তারা দুজনেই মানসিক ভারসাম্যহীন। ভুলবশত নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাক ভূখন্ডে ঢুকে পড়েছে।

এরপর তাদের ছবি ও অন্যান্য তথ্য ভারতের হাতে তুলে দেয় পাকিস্তান। জানতে চাওয়া হয় এরা ভারতের নাগরিক কিনা। সেই বিষয়ে তথ্য নিশ্চিত করা হলে, তাদের ফেরানোর তোড়জোড় শুরু হয়। বুধবার দেশের মাটিতে পা রাখবেন তাঁরা। উল্লেখ্য, এক বছর আগে গুপ্তচরবৃত্তি এবং অবৈধ সীমান্ত অতিক্রমের অভিযোগে পাকিস্তান সেনার হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ১৯জন ভারতীয়ের মামলাগুলি এখনও ফেডারেল রিভিউ বোর্ডের কাছে বিচারাধীন রয়েছে।

বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি, অসমের ২১ জেলা ভাসছে, পীড়িত শিশু-মহিলা সহ ৩৬৩১৩৫ জন, হত দুই

গুয়াহাটি, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যে চতুর্থ দফার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। ইতিমধ্যে ২১টি জেলার ৫০টি রাজস্ব সার্কলের ৯৫০টি গ্রামের শিশু-মহিলা সহ প্রায় ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৩৫ জন মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন। বন্যার কবলে পড়ে দুই শিশু মৃত্যু হয়েছে। চতুর্থ দফার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩০,৩৩৩.৩৬ হেক্টর কৃষিজমি। প্রসঙ্গত, গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে দ্বিতীয় এবং জুলাই মাসের গোড়ার দিকে তৃতীয় দফার বন্যায় ভেসেছিল রাজ্যের ছয়টি জেলা। এছাড়া এবার গোটা রাজ্যের বন্যাক্রান্ত এলাকায় প্রায় ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ১৪৪টি পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।

রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্যের ২১টি জেলা যথাক্রমে বরপেটা (চারটি রাজস্ব সার্কল), বিশ্বনাথ (দুটি রাজস্ব সার্কল), কাছাড় (দুটি রাজস্ব সার্কল), বঙাইগাঁও (দুটি রাজস্ব সার্কল), চিরাং (দুটি রাজস্ব সার্কল), দরং (তিনটি রাজস্ব সার্কল), ধেমাজি (তিনটি রাজস্ব সার্কল), ধুবড়ি (একটি রাজস্ব সার্কল), ডিব্রুগড় (দুটি রাজস্ব সার্কল), গোলাঘাট (তিনটি রাজস্ব সার্কল), যোরহাট (তিনটি রাজস্ব সার্কল), কামরূপ গ্রামীণ (একটি রাজস্ব সার্কল), লখিমপুর (ছয়টি রাজস্ব সার্কল), কারবি আংলং পশ্চিম (একটি রাজস্ব সার্কল), মাজুলি (দুটি রাজস্ব সার্কল), মরিগাঁও (দুটি রাজস্ব সার্কল), নগাঁও (চারটি রাজস্ব সার্কল), শিবসাগর (দুটি রাজস্ব সার্কল), শোণিতপুর (তিনটি রাজস্ব সার্কল), তিনসুকিয়া (দুটি রাজস্ব সার্কল) এবং দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর (একটি রাজস্ব সার্কল)-এর ৯৫০টি গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে পড়েছে। জানানো হয়েছে, এবারের বন্যায় বরপেটা এবং মরিগাঁও জেলায় মোট দুই শিশুর করুণ মৃত্যু হয়েছে।

গোটা রাজ্যের বন্যাক্রান্ত এলাকায় প্রায় ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ১৪৪টি পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। এর মধ্যে বড় এক লক্ষ ২৬ হাজার ৩৯৬, ছোট ৫১ হাজার ১৯৩ এবং পোল্ট্রির ৭৮ হাজার ৫৫৫টি বন্যার কবলে পড়ে মারা গেছে। তাছাড়া বাড়িঘর সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬২টি। এর মধ্যে ৬১টি কাঁচা এবং একটি পাকা ঘর। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৭টি কাঁচা ঘর।

বন্যা দুর্গতদের মধ্যে এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে শিশুখাদ্য, চাল, ডাল, লবণ, সরষে তেল, পশুখাদ্য গমের ভুষি, ধানের ভুষি বিতরণ করা হয়েছে, জানা গেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সূত্রে। কেবল তা-ই নয়, বিতরণ করা হচ্ছে ত্রিপাল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, মশার ওষুধ (কয়েল), বিস্কুট, স্নানের সাবান, হাত ধোয়ার সাবান, একবার ব্যবহারযোগ্য খাবারের থালা, আলু, পেঁয়াজ, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ফেস মাস্ক, প্লাস্টিক বালতি, ফিনাইল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

বন্যাক্রান্ত জেলাগুলিতে সরকারিভাবে উদ্ধার কার্য এবং সাহায্য অভিযান চালানো হচ্ছে। নিয়োজিত করা হয়েছে সার্কল তথা স্থানীয় প্রশাসন, অগ্নি নির্বাপক ও আপৎকালীন এবং রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে।

২০ বছরের যুদ্ধের শেষে আফগানিস্তান থেকে ফিরল আমেরিকার সৈনিকদের শেষ ব্যাচ

কাবুল, ৩১ আগস্ট (হি.স) : ২০ বছরের যুদ্ধের শেষে আফগানিস্তান থেকে ফিরল আমেরিকার সৈনিকদের শেষ ব্যাচ। বাস্তবে ৩০ আগস্ট রাতেই আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈনিকদের অপসারণ সম্পূর্ণ হল। এদিন শেষ দফায় ২৪০০ মার্কিন সেনাকর্মীকে আফগানিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। এর ফলে সেদেশে আমেরিকার আর কোনও সেনা রইল না। ২০০১ সালে আফগান যুদ্ধের শুরুতে সেদেশে ক্ষমতায় ছিল তালিবান। ২০ বছর বাদে দেশটা তালিবানেরই হাতে ছেড়ে এল আমেরিকা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, ৩১ আগস্টের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সব সৈন্য ফিরিয়ে আনবেন। জঙ্গিদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য শত শত কোটি ডলার খরচ করেছে মার্কিন প্রশাসন। কিন্তু তারা সফল হয়নি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কাবুলে শূন্যে গুলি ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে তালিবান যোদ্ধারা। তালিবানদের দাবি, মার্কিন সেনার প্রত্যাবর্তনের এই মুহূর্তটি ঐতিহাসিক। পূর্বনির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী ৩১ আগস্টের মধ্যে সব মার্কিন সেনাকে সরিয়ে আনা যাবে কিনা, তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই সংশয় ছিল। গত কয়েকদিনে খুব দ্রুত কয়েক হাজার মার্কিন নাগরিককে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যে আফগান নাগরিকরা মার্কিন সেনাকে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদেরও সরিয়ে আনা হয়েছে আফগানিস্তান থেকে।

আনাস হাক্কানি নামে এক শীর্ষস্থানীয় তালিবান নেতা বলেন, "এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে পেরে আমি গর্বিত।" গত ১৫ আগস্ট তালিবান সেনা কাবুল দখল করে। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৩ হাজারের বেশি মার্কিন নাগরিক ও তাঁদের সহযোগীদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সোমবার রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, আমরা আশা করব, তালিবান আগামীদিনে আফগান জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। সেদেশে রাষ্ট্রপুঞ্জ ও অন্যান্য দেশের ত্রাণ সংস্থাগুলিকে কাজ করতে বাধা দেবে না। এতদিন কাবুল বিমান বন্দর ছিল আমেরিকার সৈনিকদের হাতে। তারা ফিরে আসার পরে কারা ওই বিমান বন্দরের দায়িত্বে থাকবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কোন কোন দেশের বিমান এখন কাবুলে ওঠানামা করবে, তাও তালিবান জানায়নি।

বন্যার কবলে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান, মৃত্যু নয়টি বন্যপ্রাণীর, ভাসছে ১৫৩টি ফরেস্ট ক্যাম্প

কাজিরঙা (অসম), ৩১ আগস্ট (হি.স.) : কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ এলাকা বন্যার জলে ভাসছে। বহু জীবজন্তু উদ্যানে নির্মিত হাইল্যান্ডে আশ্রয় নিলেও অসংখ্য হাতি, হরিণ ইত্যাদি পশুসম্পদ সংলগ্ন ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং পার্শ্ববর্তী কারবি পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়ে গেছে। তবে দু-একটি স্থান থেকে ধীরে ধীরে জল কমছে। ইতিমধ্যে ২২৩টি চোরাশিকারি প্রতিরোধী ফরেস্ট ক্যাম্পের মধ্যে ১৫৩টি বন্যার জলে ডুবে গেছে। যন্ত্রচালিত এবং ডিঙি নৌকার সাহায্যে বনকর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীরা উদ্যানে জীবজন্তু ও চোরাশিকারির ওপর নজর রাখছেন।

এই খবর দিয়েছেন উদ্যানের অধিকর্তা। তিনি জানান, বন্যার্ত জীবকুলকে রক্ষা করতে কাজিরঙার বুক চিরে ধাবিত ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ভারী পণ্যবাহী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাছাড়া বন্যজন্তুর দৌড়ঝাঁপের প্রতি লক্ষ্য রেখে গত ২৯ আগস্ট থেকে সংশ্লিষ্ট জাতীয় সড়কে যানবাহনের গতিরোধ করতে টাইম কার্ড প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু একাংশ যানবাহন টাইম কার্ড উপেক্ষা করায় গত দদদিনে কাজিরঙার জাতীয় সড়কে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে নয়টি বন্যপ্রাণীর। এর মধ্যে পাঁচটি হরিণ রয়েছে।

ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় চলতি বছরের দ্বিতীয় বন্যার কবলে পড়েছে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান। বন্যায় সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে উদ্যানের কঁহরা, বাগরি, বুঢ়াপাহার এবং আগরাতলি বনাঞ্চলের ফরেস্ট ক্যাম্প। ব্রহ্মপুত্র নদের জলস্তরের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছেন উদ্যান কর্তৃপক্ষ। আজ ভোর থেকে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের কয়েকটি এলাকা থেকে জল অতি ধীরে ধিরে কমছে। হিন্দুস্থান সমাচার / বিতোপন / সমীপ

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি ক্রমশ কমবে, মাঝারি বর্ষণের পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : রাজ্যে সপ্তাহজুড়েই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আবহাওয়া দফতর। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কোনও কোনও অংশে বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি ক্রমশ কমবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় উত্তরের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সপ্তাহান্তে বৃষ্টি বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কলকাতার আকাশ মেঘলা আবার হালকা রোদেরও দেখা মিলেছে। দু'এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৯৪ শতাংশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

কাবুল বিমানবন্দর ছাড়ার আগে ৭৩টি কপ্টার নিষ্ক্রিয় করল আমেরিকার সেনা

কাবুল, ৩১ আগস্ট (হি.স) : 'ভুলের'র পুনরাবৃত্তি করতে চায়নি। তাই আফগানভূমি ছাড়ার আগে কাবুল বিমানবন্দরে তাদের হেলিকপ্টার এবং বিমানগুলিকে নিষ্ক্রিয় করল আমেরিকা বাহিনী।

সেন্ট্রাল কম্যান্ড হেড জেনারেল কেনেথ ম্যাকেঞ্জি জানিয়েছেন, হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁদের ৭৩টি সেনা কপ্টার এবং বিমানকে অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, "ওই বিমান এবং কপ্টারগুলি আর ওড়ার মতো অবস্থায় নেই। কোনও ভাবেই সেগুলিকে ফের চালু করা যাবে না।" কাবুল বিমানবন্দর নিজেদের দখলে নিয়ে নাগরিকদের উদ্ধারকাজ চালাচ্ছিল আমেরিকার সেনা। কিন্তু তার মধ্যেই তালিবান হুঁশিয়ারি দেয়, ৩১ আগস্টের মধ্যেই উদ্ধারকাজের পাট চুকিয়ে আফগানিস্তান ছাড়তে হবে আমেরিকার বাহিনীকে। প্রসঙ্গত, সোমবার গভীর রাতেই কাবুল বিমানবন্দর ছাড়ে আমেরিকা। আফগানিস্তানের এক একটি অঞ্চল যখন দখল করছিল তালিবান, সে সময় আফগান বাহিনীকে দেওয়া আমেরিকার অত্যাধুনিক অস্ত্র, সাঁজোয়া গাড়ি-সহ বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার তালিবানের দখলে চলে যায়। এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তালিবানের হাতে আসায় উদ্বেগ প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক মহল। যদিও তালিবানের দাবি, তারা ওই বিমান ও কপ্টার ব্যবহার করতে পারবে।

গাছের সঙ্গে ধাক্কা অডি গাড়ির, মৃত বিধায়কের ছেলে-সহ ৭

বেঙ্গালুরু, ৩১ আগস্ট (হি.স) : সোমবার মাঝরাতে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনা বেঙ্গালুরুতে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৭ জন। যাদের মধ্যে একজন তামিলনাড়ুর এক বিধায়কের ছেলে বলেও জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রণহীন গতিরই বলি হয়েছেন ওই ৭ জন। মৃতদের মধ্যে ৩ জন মহিলা রয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। সকলের বয়সই অনেক কম। সোমবার রাত আড়াইটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে বেঙ্গালুরুর অত্যন্ত পরিচিত জায়গা কোরমাঙ্গালায়। মৃতদের মধ্যে একজন তামিলনাড়ুর বিধায়ক ওয়াই প্রকাশের পুত্র বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রবল গতিতে ছুটছিল বিলাসবহুল ওই অডি গাড়িটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি ধাক্কা মারে রাস্তার ধারে থাকা একটি গাছের সঙ্গে। ঘটনাস্থলেই ৬ জনের মৃত্যু হয়। বাকি একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। ডিএমকে বিধায়ক ওয়াই প্রকাশের ছেলে এবং তাঁর স্ত্রী ওই গাড়িতে ছিলেন। বন্ধুবান্ধবরা মিলে রাতে একটি "জয় রাইডে" বেরিয়েছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। কিন্তু সেই লং ড্রাইভই তাঁদের মৃত্যু ডেকে আনল। নিয়ন্ত্রণহীন গতিরই শিকার হলেন তাঁরা। গাড়িটির সামনের অংশের প্রায় পুরোটাই দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে।

ঋতুপর্ণ ঘোষের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রসেনজিৎ- র

কলকাতা,৩১ আগস্ট (হি. স.):রক্ত মাংসের মানুষটা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি হলেন পরিচালকও তথা অভিনেতা ঋতুপর্ণ ঘোষ। ২০১৩ সালে তিনি মারা গেলেও আজও তাকে ভোলেনি কেউ। আজ মঙ্গলবার তার জন্মদিন। ঋতুপর্ণ ঘোষ-র জন্মদিনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের। ঋতুপর্ণ ঘোষের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে প্রসেনজিৎ লেখেন, """প্রিয় ঋতু তুই তো জানিসই সেভাবে কাউকে চিঠি লেখা হয়ে ওঠেনি আমার। তোর মতন ভাল লিখতেও পারি না। তবু আজকের দিনে চেষ্টা করলাম একটু। ভুল হলে রাগ করিস না কিন্তু। তোর সৃজনশীলতার র ঙে তুই অনন্যভাবে রাঙিয়েছিলি চলচ্চিত্র জগৎকে এবং অবশ্যই তোর সমস্ত সৃষ্টিকে। আর আমার জীবনে তোর যে অবদান তা কয়েকটা শব্দে বোঝানো সম্ভব না। কিন্তু বন্ধু, তুই তো জানিসই, বুঝিস তুই। আজকের মেনুটা কী ? আলু-পোস্ত থাকছে তো ? আর নতুন স্ক্রিপ্টটা কতদূর? শেষ হলেই শোনাস কিন্তু। অপেক্ষায় থাকব। ভাল থাকিস। শুভ জন্মদিন """।

গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত ১১, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর, মৃতের পরিবারকে দু''লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স) : মঙ্গলবার সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল রাজস্থান। একটি গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে সেখানকার নাগৌরে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত ৭ জন। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে গভীর ভাবে শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন টুইটে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে আহতদের দ্রুত আরোগ্যে কামনাও করেছেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি মৃতের পরিবারকে মাথা পিছু দু''লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছেন।

দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে শ্রী বালাজি থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আহতদের দ্রুত বিকানিরের নোখা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহতরা সকলেই মধ্যপ্রদেশের উজ্জ্বয়িনীর বাসিন্দা।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, নিহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এছাড়া আহতদের সকলের চিকিৎসার খরচও তাঁর সরকার বহন করবে বলে শিবরাজ জানিয়েছেন।

আফগান প্রস্তাব গ্রহণ করল রাষ্ট্রপুঞ্জ

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স) : আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে ওঠায় ভারতের বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সভাপতিত্বে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে আফগানিস্তান নিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল। আমেরিকার সেনা প্রত্যাহার এবং তালিবানের কাবুল দখলের পরে এই প্রথম রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হল। তবে রাশিয়া ও চিন প্রস্তাব গ্রহণে বিরত থাকে। ফলে ৫ স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ৩-২ বিভাজন হয়ে যায়। সব মিলিয়ে মোট ১৩ সদস্য রাষ্ট্র প্রস্তাবটি সমর্থন করে। মঙ্গলবার শেষ দু'দিন নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব করতে ভারতের বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা নিউ ইয়র্কে রয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বেই নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে ভারতের ভূমিকার দিকেও কূটনীতিকদের নজর ছিল। তবো চিন ও রাশিযা এই প্রস্তাব গ্রহণে বিরত থাকার বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে চিনের উপরাষ্ট্রদূত গেং শুয়াংয়ের দাবি, তড়িঘড়ি এই প্রস্তাব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেই চিনের 'গভীর সংশয়' আছে। রাশিয়ার দাবি, প্রস্তাবের খসড়া তৈরির সময়ে তাদের বক্তব্য গুরুত্ব পায়নি।

কূটনৈতিক শিবিরের খবর, সন্ত্রাসবাদে মদতের প্রশ্নে তালিবানের নাম সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে চিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আপাতত ভারত-সহ আন্তর্জাতিক শিবিরের প্রধান অগ্রাধিকার নিজের দেশের নাগরিকদের উদ্ধার করে আনা। সেই সঙ্গে আফগান নাগরিকেরা আশ্রয় নিতে চাইলে তাঁদেরও সাহায্য করা।

আজ ২৪ ঘণ্টা পেট্রল পাম্পে ধর্মঘট, ভোগান্তির আশঙ্কা

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স) : আজ মঙ্গলবার। ওয়েস্টবেঙ্গল পেট্রলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে একদিনের পেট্রল পাম্প ধর্মঘট। এদিন ভোর ছ''টা থেকে পরের দিন অর্থাৎ বুধবার ভোর ছ''টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে সংগঠনের আওতাভুক্ত রাজ্যের প্রায় আড়াই হাজার পেট্রল পাম্প। এদিন সকাল থেকে শহর ও শহরতলী এলাকার একাধিক পেট্রল পাম্প বন্ধ থাকে।

সংগঠনের সদস্যদের দাবি, পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়লেও মালিকদের কমিশন বৃদ্ধি করেনি কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও পাম্প মালিকদের দাবি, তাঁদের বেশ কিছু বক্তব্য মেনে নেওয়া হয়নি। ফলে ২৪ ঘণ্টার পেট্রল পাম্প ধর্মঘটের পথে হাঁটছে তাঁরা।

এই একদিন "নো পারচেজ, নো সেল"এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। তবে এই ২৪ ঘণ্টার পেট্রল পাম্প ধর্মঘটে বিরোধিতাও করছে ইন্ডিয়ান অয়েল ডিলার্স ফোরাম নামে একটি সংগঠন। ফলে ওই সংগঠনের আওতায় থাকা পেট্রল পাম্পগুলি মঙ্গলবার খোলা থাকবে বলেই জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, ওয়েস্টবেঙ্গল পেট্রলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকা গাড়িগুলি এই ধর্মঘটের আওতায় পড়ছে না। জরুরি পরিষেবার তালিকায় থাকছে অ্যাম্বুল্যান্স, দুধ ইত্যাদির গাড়ি।

ওয়েস্টবেঙ্গল পেট্রলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবি মতো প্রায় ২৫০০ পেট্রল পাম্প বন্ধ থাকলে, সপ্তাহের দ্বিতীয় কর্মব্যস্ত দিনে ভোগান্তির মুখে পড়তে হতে পারে সাধারণ মানুষকে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

রাজধানী আগরতলায় লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার। ছবি-নিজস্ব।

৩৫ বছর পরও সন্ত্রাসের দগদগে ক্ষত মনে নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন আক্রান্ত পরিবারগুলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। ৩৫ বছর পরও সন্ত্রাসের দগদগে ক্ষত মনে নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন আক্রান্ত পরিবারগুলো। সময় মুছে দিতে পারেনি ভয়ের আবহ এখনো।১৯৮৬ সালের আগস্ট মাসের এক সন্ধ্যায় স্বাধীন ত্রিপুরার দাবী নিয়ে উগ্রবাদের পন্থা অবলম্বন করা টিএনভি সন্ত্রাসীদের তপ্ত বুলেট ছিনিয়ে নিয়েছিল তাজা ১৪টি প্রাণ। দেড় বছরের শিশু থেকে ৮০ বছরের বৃদ্ধ , মহিলা কেউই রেহাই পায় নি এদিনের বীভৎসতা থেকে। আহত হয়েছিলেন আরো আট নয় জন। তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ ৩৫ বছর।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে পরিস্থিতি। সন্ত্রাসের কালো দিনগুলো থেকে মানুষ এখন প্রায় মুক্ত। এই পরিস্থিতিতে কেমন আছেন স্বজনহারা পরিবারগুলো। নতুন প্রজন্ম কতটুকু ওয়াকিবহাল এই নারকীয়তা সম্পর্কে। এই বিষয়ে সেদিনের বীভৎসতার কথা স্মৃতি হাতড়ে জানালেন প্রবীণ গৌরাঙ্গ দেব। উনি সেদিনের ঘটনায় হারিয়েছেন পরিবারের মোট ৭ জনকে। ৪ জন মারা যান ঘটনাস্থলে। বাকী তিনজন আহত অবস্থায় ছিলেন। কিছুদিন পর মারা যান। পূর্ব লাম্বুছড়ার প্রবীণ প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ ঘটনার সময় ছিলেন বাজারে। খবর পেয়ে বাড়ি ফিরে দেখতে পান বীভৎসতা।

সেই সময় তিন বছর বয়স ছিল পূর্ব লাম্বুছড়া ঘোষ পাড়ার বাসিন্দা গৌতম দেব এর। বৈরীদের ছোড়া গুলি বিধেঁছিল তার শরীরে। সেই ঘটনায় মা, দাদু ও দেড় বছর বয়সী ছোট ভাইকে হারিয়েছেন গৌতম। আজো সেই আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তারা।হয়তো সময় একদিন মুছে দেবে সব স্মৃতি। আতঙ্ক কাটিয়ে জীবনের ছন্দে মেতে উঠবে পরিবারগুলো। কিন্তু তারজন্য আরো কতদিন অপেক্ষা করতে হবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দুই সমকামী আন্দোলনকারীকে হত্যার মামলায় ছয় জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ড দিল বাংলাদেশ

ঢাকা, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : দুই সমকামী আন্দোলনকারীকে হত্যার মামলায় বাংলাদেশে আল কায়দার শাখা সংগঠন আনসার আল ইসলাম গোষ্ঠীর ছয় জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ড দিল বাংলাদেশ। ২০১৬ সালে রাজধানী ঢাকায় সমকামী আন্দোলনকারী জুলহাজ মান্নান (৩৫) ও মাহবুব রাব্বি তনয়কে কুপিয়ে খুন করে জঙ্গিরা। মঙ্গলবার সেই মামলায় দোষী সাব্যস্ত ছয় জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনায় রাজধানী ঢাকার একটি বিশেষ সন্ত্রাসদমন আদালত।

বাংলাদেশে আইন বিরুদ্ধ হলেও সমকামী ও রূপান্তরকামীদের জন্য একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতেন জুলহাজ। ঘটনার দিন তাঁর বাড়িতেই ছিলেন অভিনেতা তনয়। ২০১৬ সালে সেখানেই তাঁদের উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। ওই হামলায় রীতিমতো চঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দেশে। ওই ঘটনার দায় স্বীকার করে বাংলাদেশে আল কায়দার শাখা সংগঠন আনসার আল ইসলাম।

এদিন মামলার আট আসামির মধ্যে ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও দু'জনকে বেকসুর খালাস দেয় অ্যান্টি টেরারিজম ট্রাইবুনাল। এদিকে দোষীদের মধ্যে একজন প্রাক্তন সেনাকর্মীও রয়েছে। সাজাপ্রাপ্তদের আইনজীবী নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আবেদন করবেন তারা।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে মুক্তমনা ব্লগার তথা মার্কিন নাগরিক অভিজিত রায়কে ঢাকায় কুপিয়ে খুন করে জঙ্গিরা। তারপর অনন্ত বিজয় দাস, নিলয় নীল-সহ বেশ কয়েকজন মুক্তমনাকে খুন করে অনসারুল্লা বাংলা টিম নামের একটি জেহাদি সংগঠন।

অ্যাপোলো প্রোটন ক্যান্সার কেন্দ্র ভারতে প্রথম এবং একমাত্র বিশেষ সার্জন সহ সাইট-নির্দিষ্ট রোবোটিক অনকোলজি কেন্দ্র স্থাপন করেছে

আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। রোবট-সহায়ক সার্জারি, উন্নত কম্পিউটার প্রযুক্তিকে দক্ষ শলাবিদদের অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বিত করে, ব্যাপক ক্যান্সার যত্ন প্রদান করে ভারত, ৩১ আগষ্ট, ২০২১: অ্যাপোলো প্রোটন ক্যান্সার কেন্দ্র, দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম প্রোটন থেরাপি কেন্দ্র যা একটি অত্যাধুনিক রোবট সহায়ক ক্যান্সার সার্জারি ইউনিট পেয়েছে। রোবট সহায়ক ক্যান্সার সার্জারি ইউনিট রোগীদের একই ছাদের নিচে উন্নত ক্যান্সার সেবা প্রদান করবে। ইউনিটটি উন্নত চতুর্থ প্রজন্মের "দা ভিঞ্চি সার্জিক্যাল সিস্টেম-ড়জ্জ" এবং ক্লিনিশিয়ানদের একটি নিবেদিত দল দিয়ে সজ্জিত।

অ্যাপোলো প্রোটন ক্যান্সার কেন্দ্র জটিল অস্ত্রোপচারের জন্য সর্বাধিক উন্নত রোবোটিক্স প্রক্রিয়ার সাথে বিশেষায়িত ৩৬০ ডিগ্রী যত্ন প্রদান করে। এন্ডোয়ারিস্টদের সাথে রোবটিক অস্ত্রগুলির ৩৬০ ২৭০ ডিগ্রি চালনার ক্ষমতা রয়েছে যা মানুষের হাতের থেকে বেশি। এই অগ্রগতি বড় অপারেশন থেকে মুক্তিলাভকে উন্নতি করে, সংক্রমণের ঘটনা কমায়, অস্ত্রোপচারের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে এবং রোগীর সুবিধার্থে থাকার দৈর্ঘ্য কমায়। অ্যাপোলো প্রোটন ক্যান্সার কেন্দ্রে (এপিসিসি) রোবটিক সার্জারিটি শ্রেষ্ঠত্ব এবং দক্ষতার একই প্ল্যাটফর্মে স্থাপিত। ঙঞ্চঙ্খঙ্খ রোগীদের অত্যাধুনিক চিকিৎসার বিকল্প ব্যবহার করে একটি ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হাতের কম্পন কমানোয়, রোবট শল্যবিদের হাতের নড়াচড়া প্রতিলিপি করতে সাহায্য করে। এইভাবে অস্ত্রোপচারটি উন্নত জটিলতা, দক্ষতা এবং সবচেয়ে জটিল পদ্ধতির সময়েও নিয়ন্ত্রণের সাথে পরিচালিত হয়। অ্যাপোলো হসপিটালের চেয়ারম্যান ড় প্রথাপ সি রেড্ডি তার চিন্তাভাবনা শেয়ার করে বলেন, 'খোলা বা ল্যাপারোস্কোপিক অস্ত্রোপচারের তুলনায় রোবট-সহায়ক অস্ত্রোপচারের নিজস্ব সুবিধা রয়েছে। অ্যাপোলো প্রোটন ক্যান্সার কেন্দ্রের রোবটিক সার্জারিতে সেরা বিশেষজ্ঞরা আছেন, যারা প্রত্যেকটি অনকোলজির বিশেষত্বের ক্ষেত্রে, হতে পারে ইউরোলজি / গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল / গাইনাক এবং মাথা এবং ঘাড় যাইহোক সেটি সবচেয়ে ভাল। মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি টিম (ঞ্চঙ্ক) বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোচনার উপায় অ্যাপোলো প্রোটন ক্যান্সার কেন্দ্রের পদ্ধতিকে অনন্য এবং সুন্দর করে তোলে। "

শুরু করার সময় অ্যাপোলো হাসপাতালের ভাইস চেয়ারপারসন প্রীতি রেড্ডি বলেন, 'অ্যাপোলো প্রোটন ক্যান্সার কেন্দ্রগুলি একদম শেষ অব্দি ক্যান্সার যত্ন এবং একই ছাদের নিচে ক্যান্সার ব্যবস্থাপনায় উচ্চ মানের প্রযুক্তির সুযোগ দেয়। দ্য ভিঞ্চি সিস্টেম-ড়। শল্যবিদদের থোরাসিক, কোলোরেকটাল, ইউরোলজিকাল এবং গাইনোকোলজিকাল ক্যান্সার সার্জারির মতো সূক্ষ্ম এবং জটিল পদ্ধতিগুলি নির্বিঘ্নে করতে সক্ষম করে। দ্য ভিঞ্চি সিস্টেম শল্যবিদকে সুস্থ টিস্যু সংরক্ষণ করার মাধ্যমে আরও ভাল পরিবর্ধন এবং বিচ্ছিন্নতার নিয়ন্ত্রণ সহ ক্যান্সার মুক্ত করতে সাহায্য করে। '

অনুষ্ঠানে মন্তব্য করে, মি. মনদীপ সিং কুমার, ভিপি এবং কান্টি জেনারেল ম্যানেজার, স্বজ্ঞাতে বলেছেন, 'ভারতে অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি প্রবর্তনের পথিকৃৎ অ্যাপোলো গ্রুপ অব হসপিটালসের সাথে আমাদের সম্পর্ককে সম্প্রসারিত করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এপোলো গরুপের মাধ্যমে এটি আমাদের ৯ম ইনস্টলেশন হবে যা দেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারি খেলোয়াড় গ্রহণ করবে। শুরুটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে তামিলনাড়ু সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে এবং এটি একটি বৈশ্বিক চিকিৎসা পর্যটন গন্তব্যস্থল'।

ফেসবুকে বন্ধুত্বের সুযোগে নাবালিকাকে অশ্লীলতার অভিযোগ

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.): করোনা হানায় নাস্তানাবুদ শহরবাসী। করোনা আবহের মাঝেই ফের নাবালিকাকে অশ্লীলতার অভিযোগ। এরই মাঝে মঙ্গলবার ফেসবুকে বন্ধুত্বের সুযোগ করে দেওয়ার নামে নাবালিকাকে অশ্লীলতার অভিযোগ।

গত বছর মার্চ মাস থেকে রাজ্যজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। কিন্তু এই পরিস্থিতির মাঝেই ফেসবুকে বন্ধুত্বের সুযোগে নাবালিকাকে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছে। কয়েকমাস আগে ওই নাবালিকা ওই ছাত্রীর সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হয় বিষ্ণু সাহানি নামে এক যুবকের। এরপর বিষ্ণু সাহানি নিয়মিত চ্যাট হতে হতেই দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এরপর ওই যুবককে ওই কিশোরী নিজের হোয়াটস অ্যাপ নম্বর দেয়। এর পর দু'জনের মধ্যে ভিডিও চ্যাট হতে শুরু হলেই অশ্লিলতার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এরপর অভিযোগ পেয়ে যুবকের বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার বিষ্ণু সাহানিকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

অরুণাচল প্রদেশে ভূমিধস নদীতে বিলীন জাতীয় সড়ক

ইটানগর, ৩১ আগস্ট (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং জেলার জাতীয় সড়ক ভূমিধসে ধুয়েমুছে নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। এলাকার মানুষজনকে বিপদসংকুল অবস্থায় বন্যার জলের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

জানা গেছে, বছর দুয়েক আগে ডেভেলপমেন্ট অব নর্থইস্ট রিজিওন (ডোনার) মন্ত্রকের বরাদ্দকৃত প্রায় ৩৫ কোটি টাকা খরচ করে বন্যা ও ধস রোধ করতে আপার সিয়াং জেলার সিয়াং নদী তীরবর্তী মেবোয় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টির জলের তোড়ে বাঁধটি ভেঙে ইংকিয়ং এলাকায় জাতীয় সড়ককে ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়েছে। এতে আপার সিয়াঙের সঙ্গে পূর্ব সিয়াং জেলা সদর পাসিঘাটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এদিকে আগামীকাল ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের সকল স্কুল ও কলেজ খোলার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এমতাবস্থায় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারীরা কী করে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে স্কুল-কলেজে যাবেন, তা ভেবে কুল পচ্ছেন না।

মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর অভিযান সিপাহীজলা জেলায় আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। শিশু কিশোরদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে কোভিড ১৯। গুরুত্বপূর্ণ চারটি কর্মসূচি যথাক্রমে কৃমিনাশক অভিযান, ডায়রিয়া মুক্ত, ভিটামিন-এ এবং অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত।০ থেকে ১৯ বছরের শিশু কিশোরদের সুরক্ষায় বছরে চারটি ধাপে উল্লেখিত চারটি কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে কার্যকর হয়। কিন্তু চলতি বছরে কোভিড ১৯ এর কারণে চারটি কর্মসূচিকে একসঙ্গে করে মাত্র ১৫ দিন সময়ে গোটা রাজ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ মাত্রা স্থির করা হয়েছে। দেশের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে চারটি কর্মসূচি একসঙ্গে করা হয়েছে। যার পোশাকি নাম দেয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর অভিযান। সারা রাজ্যের সঙ্গে সিপাহীজলা জেলায় আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আশা এবং অঙ্গনবাড়ি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশু কিশোরদের বয়স অনুযায়ী অ্যালবেন্ডাজল, আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড,ওআরএস এবং জিংক ট্যাবলেট এবং ভিটামিন-এ খাওয়াবেন। মঙ্গলবার জম্পুইজলা মহকুমার বুখুরুই কমিউনিটি হলে জেলা ভিত্তিক মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, জেলা শাসক বিশ্বশ্রী বি, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রঞ্জন বিশ্বাস, স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অরিজিত সিনহা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ। সভাপতিত্ব করেন জম্পুইজলা এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান রঞ্জিত দেববর্মা। উপস্থিত কয়েকজন শিশুকে ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়ে কর্মসূচির শুভারম্ভ করেন অতিথিরা

তপশিলি জাতি মোর্চার মন্ডল কার্যকারীনি বৈঠক অনুষ্ঠিত বিলোনীয়ায

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ আগস্ট।। আজ ৩৫ বিলোনিয়া তপশিলি জাতি মোর্চার মন্ডল কার্যকারীনি বৈঠক অনুষ্ঠিত বিলোনীয়ার পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাইছড়া ভারতমাতা কমিউনিটি হলে। উপস্থিত ছিলেন ৩৫ বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, তপশিলি জাতি মোর্চার দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশ দাস, তপশিলি জাতির মোর্চার ৩৫ বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি রঞ্জিত দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর কেন্দ্রীয়, রাজ্য, জেলা এবং মন্ডল স্তরের কার্যকারীনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মূলত বিগত তিন মাসে কি কি কাজ করেছে এবং আগামী তিন মাস কি কি কাজ করবে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও সংগঠনকে শক্তিশালী ভাবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বক্সনগরে

● প্রথম পাতার পর

জানান বক্সনগর বন দপ্তরের পেট্রোল ইনচার্জ। রহিমপুর এলাকার জনৈক ব্যক্তি বন দপ্তরে না জানিয়ে বুক ফুলিয়ে প্রচুর পরিমাণে জাম গাছ কেটে ফেলে।এখন দেখার বিষয় বক্সনগর বনদপ্তর তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেয় কিনা। একসাথে এতগুলো কাঠ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

কর্মীদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন এলাকায় বসবাসকারী জনগণ। প্রশাসন এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে যেকোনো সময় বড় ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হতে পারে বলেও তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

পর্যন্ত

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ্যে ওই প্রতিষ্ঠানগুলি নির্দিষ্ট কিছু সময় ধরে কর্মীদের অফিসে আসার সূচী নির্ধারণ করবে। তাঁদের সকলকে সমস্ত কোভিড বিধি মেনে চলতে হবে।

ত্রিপুরায় করোনার প্রকোপে কারফিউর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তাই, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে করোনা কারফিউর নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ত্রিপুরা সরকার। বিধিনিষেধে ছাড়ের ক্ষেত্রে পূর্বের আদেশ মতই ছাড় দেওয়া হয়েছে।

খোয়াই

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর সোমবার রাত্রিবেলা ছয়জনের বিরুদ্ধে নামধাম দিয়ে মামলা করাা হয়েছে। দুষ্কৃতকারীরা ঘটনাস্থলে একটি স্কুটি ফেলে রেখে চলে যায়। অভিযুক্ত ছয়জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান রাজ্যের বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, সাথে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা সহ অন্যান্য আইপিএফটি দলের কর্মীরা। এ ঘটনাকে ঘিরে উক্ত এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমের পশ্চিম সাব্রুম গ্রাম পঞ্চায়েতের মদনমোহন পল্লীতে গতকাল রাতে দুষ্কৃতীরা হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মদমত্ত একদল উৎশৃঙ্খল বাইক বাহিনীর তান্ডব সাব্রুমের পশ্চিম সাব্রুম গ্রাম পঞ্চায়েতের মদনমোহন পল্লীতে। ভাঙচুর সহ তান্ডবলীলা চললো প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে। বাদ যায়নি বাড়িঘরের মহিলারাও। লাঠি দা নিয়ে চারটি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। পুলিশকে ফোন করার পরও প্রশাসনিক কোন সাহায্য পেল না এলাকার মানুষজন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অনান্য দিনের মতো সাব্রুমের মদনমোহন পল্লীস্থিত চন্দন সাহার বাড়িতে গতকাল রাত আনুমানিক ১০ টার সময় একদল বাইক বাহিনী বাড়িঘরে ভাঙচুর চালায় এবং প্রাননাশের হুমকি দেয়। উনার পরিবারসহ তিনটি বাড়িতে এই তান্ডবলীলা চলে। বাড়ির মহিলাদের চিৎকার চেচামেচিতে পাড়াপ্রতিবেশীরা আসলে দুস্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায়। এ নিয়ে চন্দন সাহা এবং পাড়াপ্রতিবেশীরা থানায় মোট নয় জনের বিরুদ্ধে রাতেই অভিযোগ জানান। অভিযুক্তরা হল সুদীপ ভৌমিক, প্রলয় ভৌমিক, সুজিত দাস, নয়ন বসাক, পলাশ দেবনাথ, দীপক দে, কৃষ্ণ দাস, বিজয় দেবনাথ, প্রসেনজিৎ মালাকার। সকলের বাড়ি সাব্রুম শহরের মানিকগড়ে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

উঠল

● প্রথম পাতার পর

শেখ আহাম্মদ সেই ঘরের ছবি তুলে নিয়ে যায়। ঘরের ছবি নিয়ে যাওয়ার কিছু দিন পরেই পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ থেকে শেখ আহাম্মদকে জানিয়ে দেওয়া হয় পাকা ঘর দেওয়া হয়েছে। এই কথা শোনার পর আবারো ঋষ্যমুখ ব্লকে সরকারি আবাসন প্রকল্পে ঘরের জন্য আবেদন করে পরিবারটি। আবেদন করার কিছু দিন পর সাড়াসীমা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে আবারো কাগজ ধরিয়ে দেয় যে , শেখ আহাম্মদ সরকারি আবাসন প্রকল্পে পাকা ঘর পেয়ে গেছে। আবাসন প্রকল্পে ঘর না পেয়ে ঘর দেওয়া হয়েছে এই কথা শুনে সংবাদ মাধ্যমের সামনে ক্ষোভে প্রকাশ করে শেখ আহাম্মদের স্ত্রী মানি বিবি। তিনি বলেন আমার ভাঙ্গাচোরা একটি ঘর। আমার স্বামী দিনমজুর। আমাদের কিছুই নেই। ঘর পাই নি অথচ সাড়াসীমা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বলে দেওয়া দা হয়েছে

। এখন প্রশ্ন হলো যদি শেখ আহম্মদ পাকা ঘর পেয়ে থাকে তাহলে সেই ঘর কোথায় গেল ,আর ঘরের টাকাও বা কোথায় গেল।বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিচ্ছে। অনেকের অভিমত, শুধুমাত্র শেখ আহমদ নয় ঋষ্যমুখ ব্লকের অধীন এমন আরও গ্রাম পঞ্চায়েত আছে যারা ঘর না পেয়েও, ঘর পেয়েছে বলে দেখানো হচ্ছে। এদিকে শেখ আহাম্মদের স্ত্রী মানি বিবির আরো অভিযোগ, সরকারিভাবেএকটি তিলও পাই নি পরিবারটি। শেখ আহাম্মদের বয়স ষাটোর্ধ। ভাতার জন্য আবেদন করেও বয়স্ক ভাতা থেকে বঞ্চিত। সাড়াসীমা গ্রাম পঞ্চায়েতে ভাতার জন্য আবেদন জানানোর পর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ নাকি সরাসরি বলে দেয় ভাতা পাবে না।

ভোটই লক্ষ্য

● প্রথম পাতার পর

পরিবহণ এবং পর্যটন দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন। মনোজকান্তি দেবের দফতর পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি খাদ্য ও জন-সংভরণ দফতরের সাথে যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দফতরের বদলে শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। হস্তশিল্প, উদ্যানবিদ্যা এবং তথ্য ও প্রযুক্তি বাদে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মেবার কুমার জমাতিয়াকে নতুন দুটি দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বন দফতরের বদলে তাঁকে মৎস্য, সাথে জনজাতি কল্যাণ এবং অতিরিক্ত শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের হস্ততাঁত ও উদ্যানবিদ্যা দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সান্ত্বনা চাকমাকে অনেক বড় দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁকে নগরোন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দফতরটি ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে ছিল। এছাড়া তিনি সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী পদে বহাল রয়েছেন।

নতুন তিন মন্ত্রীকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রামপ্রসাদ পাল স্বরাষ্ট্র দফতরের কারা এবং অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দফতর, পশ্চাদপদ শ্রেণি কল্যাণ, সংখ্যালঘু কল্যাণ এবং সমন্বয় দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। ভগবান দাস তফশিলি জাতি কল্যাণ, প্রাণী সম্পদ কল্যাণ এবং শ্রম দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। সুশান্ত চৌধুরী তথ্য ও সংস্কৃতি, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া এবং পূর্ত দফতরের পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, রাজ্যের মূল ব্যক্তি কাজ করলেই সমস্ত ব্যক্তিদের কাজের মানসিকতা তৈরি হয়। বিগত দিনের সঙ্গে তুলনা টানলে পরিসংখ্যানগত দিক থেকে তা সহজে অনুমেয়। কিন্তু বিগত দিনে এর ঘাটতি ছিলো। বর্তমানে রাজ্যে তৈরি হয়েছে কর্মসংস্কৃতি ও কাজের মানসিকতা।

তিনি বলেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নতিকরণ, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে রূপান্তর, ই-পরিষেবা সহ বিভিন্ন ভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যব্যাপী কাজ চলছে। বর্তমানে সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে আয়ুষ্মান ভারত সহ জনকল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন হচ্ছে রাজ্যে।

তাঁর দাবি, স্বাস্থ্য পরিষেবায় উন্নতির ফলে একদিকে যেমন কমেছে বহির্রাজ্যে রেফারের সংখ্যা তেমনি বহু জটিল অস্ত্রোপচার হচ্ছে রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা ও সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে স্কুলে মেয়েদের পড়াশুনার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ছাত্রীদের স্কুলমুখী হওয়ার সংখ্যা ক্রমেই উর্ধমুখী। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নয়নের পাশাপাশি রোজগার তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে মহিলা ক্ষমতায়নে রাজ্যের স্বসহায়ক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। রাজ্যের অর্থনীতির বুনিয়াদকে শক্তিশালী করতে মহিলাদের অংশীদারিত্ব বাড়াতে তাদের আত্মনির্ভর করার উপর জোর দিয়েছে সরকার।

সিটুর

● প্রথম পাতার পর

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে ক্রমাগত বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। এ ধরনের চক্রান্তের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরো পঙ্গু হয়ে পড়বে বলে তিনি মন্তব্য করেন। শ্রমিক শ্রেণীর মানুষকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে লড়াই-সংগ্রাম আরো জরদার করতে হবে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সুরক্ষিত করতে হবে। তিনি বর্তমান রাজ্য সরকারের কাজ-কর্মের ও তীব্র সমালোচনা করেন। বর্তমান সরকার শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সুরক্ষায় কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন। নিজেদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করতে শ্রমিক মেহনতি অংশের মানুষকে আরও অধিক সংখ্যায় লড়াই-সংগ্রামে শামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিরোধী দলের নেতা বলেন লড়াই-সগ্রাম ছাড়া তাদের কাছ থেকে কোনো দাবি আদায় করা সম্ভব নয়। সিটুর মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজধানী আগরতলা শহরে বিভিন্ন এলাকা থেকে সিটু সমর্থিত বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা শমিল হন। অবশ্য মিছিলকে কেন্দ্র করে কোথাও থেকে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ নেই।

খেলাঙ্গন

টোকিও প্যারালিম্পিকে হাই জাম্পে জোড়া পদক ভারতের, মারিয়াপ্পান রুপো ও শরদ জিতলেন ব্রোঞ্জ

টোকিও, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : ফের সাফল্য টোকিও প্যারালিম্পিকে। এবার ছেলেদের হাই জাম্প ইভেন্ট থেকে জোড়া পদক এল ভারতের ঘরে। হাই জাম্পের টি-৪২ বিভাগে রুপো জিতলেন মারিয়াপ্পান থঙ্গভেলু। একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতলেন ভারতের শরদ কুমার। মঙ্গলবার হাই জাম্প থেকে জোড়া পদক জয়ের সুবাদে টোকিও প্যারালিম্পিকে ২টি সোনা, ৫টি রুপো ও ৩টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট ১০টি মেডেল জিতে ভারত আপাতত পদক তালিকার ৩০ নম্বরে উঠে আসে।

রিও প্যারালিম্পিক্সে গোল্ড মেডেল জিতেছিলেন মারিয়াপ্পান। গত বারের সোনাজয়ী মারিয়াপ্পনকে এ বার রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

বৃষ্টির মধ্যেই এই ইভেন্টে খেলতে হয় প্রতিযোগীদের। আমেরিকার সোনাজয়ী স্যাম গ্রিউয়ের সঙ্গে লড়াই চলে মারিয়াপ্পনের। দু'জনেই ১.৮৬ মিটার দূরত্ব পার করেন। এটি তাঁর মরশুমের সেরা পারফর্ম্যান্স। সোনার পদকের জন্য ১.৮৮ মিটার দূরত্ব পার করতে হত। কিন্তু তা পারেননি মারিয়াপ্পন। সেই দূরত্ব লাফিয়ে রিওয় রুপো জেতা আমেরিকার স্যাম গ্রেউই টোকিও সোনা জেতেন। শরদ ১.৮৩ মিটার লাফিয়ে ব্রোঞ্জ পদক গলায় ঝোলান।

এটি তাঁরও মরশুমের সেরা পারফর্ম্যান্স। রিওয় ব্রোঞ্জ পদক জেতা ভারতের বরুণ সিং ভাটি টোকিওয় পোডিয়াম ফিনিশ করতে পারলেন না। তিনি মরশুমের সেরা ১.৭৭ মিটার লাফিয়ে সাত নম্বরে থেকে লড়াই শেষ করেন। মঙ্গলবার হাই জাম্প থেকে জোড়া পদক জয়ের সুবাদে টোকিও প্যারালিম্পিক্সে ভারতের মেডেল সংখ্যা ২ অঙ্কে পৌঁছে যায়। ২টি সোনা, ৫টি রুপো ও ৩টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট ১০টি মেডেল জিতে ভারত আপাতত পদক তালিকার ৩০ নম্বরে উঠে আসে।---হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

আইপিএল-এ নতুন দল কিনতে কমপক্ষে লাগবে দু'হাজার কোটি

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স) : আগামী ২০২২ সাল থেকে আইপিএল-এ আটটির বদলে ১০টি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আইপিএল-এ নতুন দলের ন্যূনতম দর বাড়িয়ে ২ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। যা আগে ছিল ১৭০০ কোটি টাকা। সেই মূল্য বাড়িয়ে ২ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে ৭৫ কোটি টাকা দিয়ে যেকোনও সংস্থা নতুন দলের জন্য দরপত্র কিনতে পারে। যে সংস্থা বার্ষিক ৩ হাজার কোটি টাকা বা তার বেশি আর্থিক লেনদেন করে থাকে, একমাত্র তারাই একমাত্র আইপিএলের দল কেনার জন্য বিডে অংশ নিতে পারবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআই -র এক কর্তা জানিয়েছেন, 'যে কেউ ৭৫ কোটি টাকা দিয়ে নতুন দলের জন্য দরপত্র কিনতে পারে। প্রথম ২ টি নতুন দলের ন্যূনতম মূল্য ১৭০০ কোটি টাকা রাখার ভাবনা ছিল, পরে সেটা ২০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।' ভারতীয় বোর্ড মনে করছে, সব পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে নতুন দুটি দলের মালিকানা স্বত্ব বিক্রি করে অন্তত ৫,০০০ কোটি টাকা আয় হবে। বেশ কয়েকটি বড় সংস্থা নতুন দুটি দল কেনার জন্য উদগ্রীব বলে জানাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ওই সূত্র। দেশের দুই বড় শহরের নামেই আইপিএলের নতুন দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি বেছে নেবে বিসিসিআই। সূত্রের খবর, ২০২২ সালে আহমেদাবাদের নামে একটি দলের অন্তর্ভুক্তি ঘটতে চলেছে। দ্বিতীয় দল হিসেবে পুনে ও লখনৌয়ের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। এর আগে অবশ্য রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্ট নামে পুনেরই একটি দল আইপিএলে অংশ নিয়েছিল। এই দলের কর্ণধার ছিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। এ বারও নাকি তিনি বিডে অংশ নিতে পারেন বলে খবর। আর আহমেদাবাদের মালিকানা পেতে আগ্রহী শিল্পপতি গৌতম আদানি। যদিও এই নিয়ে চূড়ান্ত কিছু জানা যায়নি।

সিংহরাজ আধানাকে অভিনন্দন অমিত শাহর

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : টোকিও প্যারালিম্পিক্সে পদকজয়ের জন্য সিংহরাজ আধানাকে অভিনন্দন জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার অমিতবাবু টুইটে লেখেন, "প্যারা অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য সিংহরাজ আধানাকে অনেক অভিনন্দন। এই সাফল্য খেলাধুলার প্রতি আপনার নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার। আমরা নিশ্চিত যে ভবিষ্যতেও আপনি এই দেশের নাম উজ্জ্বল করতে থাকবেন।" প্যারালিম্পিক্সে ফের পদক জিতল ভারত। ছেলেদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ জিতলেন ভারতের সিংহরাজ আধানা। ফাইনালে ২১৬.৮ পয়েন্ট পেয়ে পদক জেতেন তিনি। ফাইনালের শুরু থেকেই ভাল ছন্দে ছিলেন ভারতের শুটার। প্রথমেই ৯৫ পয়েন্ট পেলেও পরের শটেই ৯৭ মারেন সিংহরাজ। শেষ শটে ফের একবার ৯৭ মেরে ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি। এক হাতে পিস্তল ধরে শুট করেন সিংহরাজ। এসএইচ ১ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের এই প্যারালিম্পিয়ান।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সুমিত আন্তিলকে অভিনন্দন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : প্যারাঅলিম্পিকে সাফল্যের জন্য সুমিত আন্তিলকে অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী টুইটে লেখেন, "টোকিও প্যারাঅলিম্পিকে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো এফ ৬৪ বিভাগে স্বর্ণপদক জেতার জন্য সুমিত আন্তিলকে অভিনন্দন। আমরা আপনার রেকর্ড ভাঙা ভূমিকার সম্পূর্ণ প্রশংসা করছি! সমগ্র জাতি আপনার এবং আপনার অর্জনের জন্য অত্যন্ত গর্বিত।" প্রসঙ্গত, প্যারা অলিম্পিকে জ্যাভলিন নিক্ষেপে সোনা জিতে রবিবার ইতিহাস তৈরি করেছেন ভারতের নীরজ চোপড়া। এবার প্যারা অলিম্পিকে সুমিত আন্তিল সোনা জয় করলেন জ্যাভলিন ছুড়ে। পাশাপাশি, বিশ্বরেকর্ড করে ভারতকে আরও গর্বিত করেছেন তিনি।

সিংহরাজ আধানাকে অভিনন্দন রাজ্যপাল ধনকরের

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : সিংহরাজ আধানাকে অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রাজ্যপাল টুইটে লিখেছেন, "টোকিও প্যারা অলিম্পিকে পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ মেডেল জেতার জন্য সিংহরাজ আধানাকে অভিনন্দন। ক্রমবর্ধমান পদকের গতিপথ অব্যাহত। খেলাধুলায় আমাদের সম্ভাবনা আশার সন্ধান করছে। ভবিষ্যতে অবশ্যই দিক নির্নায়ক হয়ে উঠবে।" প্রসঙ্গত, প্যারালিম্পিক্সে ফের সাফল্য ভারতের। টোকিও প্যারাঅলিম্পিকে স্বপ্নের অভিযান শুরু করেছে ভারত। সোমবার একই দিনে ৫টি পদক জিতে রিও'র ফলাফলকে টপকে গিয়েছিলেন দেবেন্দ্র-সুমিতরা। এবার পুরুষদের এসএইচ১ বিভাগের ১০ মিটার মঙ্গলবার পিস্তলে ব্রোঞ্জ জিতলেন সিংহরাজ আধানা। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শেষ বেলায় ঘর গোছাচ্ছে এসসি ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.): শেষ বেলায় ঘর গোছাচ্ছে এসসি ইস্টবেঙ্গল। গত কয়েকদিনে একাধিক ফুটবলারকে দলে নিয়েছে লাল-হলুদ শিবির। মঙ্গলবার তারা চুক্তি সারে আদিল খানের সঙ্গে। এদিন এফসি গোয়ার ফুটবলার অমরজিৎ সিং কিয়ামের সঙ্গে চুক্তির কথাও সরকারিভাবে ঘোষণা করল ইস্টবেঙ্গল।

আইএসএলের আগে হাতে খুব বেশি সময় নেই। তাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দল গুছিয়ে নিচ্ছে এসসি ইস্টবেঙ্গল। গত কয়েকদিনে একাধিক ফুটবলারকে দলে নিয়েছে লাল-হলুদ শিবির। মঙ্গলবার তারা চুক্তি সারে আদিল খানের সঙ্গে। হায়দরাবাদ এফসির তারকা ডিফেন্ডারকে এক বছরের জন্য লোনে দলে নিল ইস্টবেঙ্গল। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে আদিল খানের সঙ্গে চুক্তির কথা জানিয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল।

এফসি গোয়া থেকে লোনে অমরজিৎ সিং কিয়ামকে দলে নেওয়ার কথা আগেই জানিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কিয়ামের সঙ্গে চুক্তির কথাও সরকারিভাবে ঘোষণা করে তারা।—হিন্দুস্থান সমাচার/

টি-২০ খেলবেন না সিএবিকে জানালেন মনোজ তিওয়ারি

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.) :সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা সিএবির চ্যালেঞ্জার্স ট্রফিতে খেলবেন না রাজ্যের মন্ত্রী তথা বাংলার নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি। চলতি মরশুমে মনোজ মূলত বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলাকেই ফোকাস করতে চান। তার এই সিদ্ধান্তের কথা নাকি মনোজ সিএবিকে জানিয়ে দিয়েছেন।

তিনি বাংলা ক্রিকেটের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার ব্যাটে ভর করেই একাধিক ম্যাচে স্মরণীয় জয় পেয়েছে বাংলা ক্রিকেট দল। সেই মনোজ তিওয়ারি বাংলার হয়ে সব ফর্ম্যাটের ক্রিকেট খেলবেন একথা মাথায় রেখেই তিনি অনুশীলনও শুরু করেছিলেন। তবে শেষমেশ টি-২০ ফর্ম্যাট থেকে কার্যত নিজেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন বাংলার অন্যতম সেরা অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। চলতি মরশুমে মনোজ মূলত বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলাকেই ফোকাস করছেন। তবে মনোজ যে শুধুমাত্র ক্রিকেটের দীর্ঘতম ফর্ম্যাটে খেলবেন তা নয় তিনি সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে বাংলার হয়ে ওয়ানডে অর্থাৎ একদিনের ক্রিকেটে খেলবেন। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ঘরোয়া টুর্নামেন্টে তাঁকে খেলতে দেখা না গেলেও বিজয় হাজারে ট্রফিতে তিনি বাংলার প্রতিনিধিত্ব করবেন। তার এই সিদ্ধান্তের কথা নাকি মনোজ সিএবিকে জানিয়ে দিয়েছেন।

এই সিদ্ধান্তের ফলে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা সিএবির চ্যালেঞ্জার্স ট্রফিতে খেলবেন না মনোজ। বয়স অনেকটাই বেড়েছে। তার উপর গত মরশুমে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন মনোজ। ফলে আসন্ন মরসুমে নিজেকে সম্পূর্ণ ফিট রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সিংহরাজ আধানাকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি; স.) : টোকিও প্যারালিম্পিক্সে পদকজয়ের জন্য সিংহরাজ আধানাকে অভিনন্দন জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, "সিংহরাজ আধানার অসাধারণ ভূমিকা! ভারতের মেধাবী শুটার দেমে এনেছেন ব্রোঞ্জ পদক। তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁকে অভিনন্দন এবং সামনের প্রয়াসের জন্য শুভ কামনা।"

প্রসঙ্গত, প্যারালিম্পিক্সে ফের সাফল্য ভারতের। টোকিও প্যারাঅলিম্পিকে স্বপ্নের অভিযান শুরু করেছে ভারত। সোমবার একই দিনে ৫টি পদক জিতে রিও'র ফলাফলকে টপকে গিয়েছিলেন দেবেন্দ্র-সুমিতরা। এবার পুরুষদের এসএইচ১ বিভাগের ১০ মিটার মঙ্গলবার পিস্তলে ব্রোঞ্জ জিতলেন সিংহরাজ আধানা। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

তালিবানদের প্রশংসায় প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদি

ইসলামাবাদ, ৩১ আগস্ট (হি.স) : আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন সকলেই। এর মাঝেই তালিবানের প্রশংসা করে বিতর্কে জড়ালেন শাহিদ আফ্রিদি। তাঁর এই বিতর্কিত মন্তব্যের পরই আফ্রিদিকে তালিবানের প্রধানমন্ত্রী করার দাবি উঠেছে নেট দুনিয়ায়।

মহিলাদের কাজ করতে বাধা দিচ্ছে না তালিবান। এই যুক্তি দিয়ে আফগানিস্তানের বর্তমান শাসকের প্রশংসা করেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার। আফ্রিদি বলেন, "তালিবান ইতিবাচক মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে। এর আগে ওরা এরকম ছিল না। মহিলাদের কাজ করতেও বাধা দিচ্ছে না তালিবান।" আফ্রিদি মনে করেন ক্রিকেট নিয়ে উৎসাহী তালিবান। তিনি বলেন, "আমার মনে হয়, ওরা ক্রিকেটকেও খুব পছন্দ করে।"

আফগানিস্তানের অস্থিরতার কারণেই আপাতত স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সিরিজ। আফ্রিদির দাবি, "তালিবান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজকেও সমর্থন করছে।" পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়কের কথায় বিতর্কের ঝড় উঠতে শুরু করেছে।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে সই করলেন রোনাল্ডো

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : শেষ পর্যন্ত নিজের পুরনো ক্লাবেই ফিরে আসেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মঙ্গলবার দুই বছরের জন্য ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে সই করলেন রোনাল্ডো। রোনাল্ডো সই করার পর বিবৃতি দেয় ম্যান ইউ। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'দু'বছরের জন্য ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে সই করলেন রোনাল্ডো। এই চুক্তি পরে আরও এক বছর বাড়তে পারে।'

জুভেন্টাস থেকে কোন ক্লাবে যাবেন পর্তুগিজ তারকা তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। তাঁকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও। গত শুক্রবারই জুভেন্তাসের কাছ থেকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ঘরে ফেরানোর কথা ঘোষণা করেছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। যদিও সরকারিভাবে তখনও পর্তুগিজ তারকার সঙ্গে চুক্তি হয়নি ইউনাইটেডের। অবশেষে মঙ্গলবার ক্লাবের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে রোনাল্ডোর সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করার কথা জানিয়ে দেওয়া হল। মঙ্গলবার মেডিক্যাল পরীক্ষার পর নিজের পুরনো ক্লাবে সই করেন পর্তুগিজ তারকা। আগেই শোনা গিয়েছিল যে, লিসবনে ইউনাইটেডের তরফে রোনাল্ডোর মেডিক্যাল হয়ে গিয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে দু'বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করতে চলেছে ক্লাব। ম্যাঞ্চেস্টারের বিজ্ঞপ্তিতে কার্যত সেই খবরেই সিলমোহর দেওয়া হয়। জানানো হয়, পর্তুগিজ মহাতারকার সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় দু'বছরের জন্য চুক্তি করা হয়েছে এবং আরও একবছর চুক্তি বাড়িয়ে নেওয়ার রাস্তা খোলা রাখা হয়েছে।

টোকিও প্যারালিম্পিকসের সাফল্যে সিংহরাজ আধানাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : টোকিও প্যারালিম্পিকসের সাফল্যে সিংহরাজ আধানাকে অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মমতা টুইটে লিখেছেন, "টোকিওপ্যারালিম্পিকে পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য সিংহরাজ আধানাকে অভিনন্দন। আপনার অসাধারণ সাফল্যে গর্বিত! আপনার ভবিষ্যতের সমস্ত প্রচেষ্টায় আপনার জন্য শুভ কামনা।"

২০২০ টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পদক জয় করলেন ভারতীয় শুটার সিংহরাজ। তিনি পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল পিস্তল ফাইনালে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর মোট স্কোর দাঁড়ায় ২১৬.৮ পয়েন্ট। শেষ পর্যন্ত পোডিয়ামে তিনি তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন। ভারতের পদক তালিকায় আরও একটি যুক্ত হন। এখনও পর্যন্ত ভারত এই প্যারালিম্পিক্সে মোট আটটি পদক জয় করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আফগানিস্তানে আটক ভারতীয়দের দ্রুত দেশে ফেরানোর নির্দেশ মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স) : আফগানিস্তানে আটকে থাকা ভারতীয়দের, যাঁরা ভারতে আসতে চান তাঁদের ভারতে আনার কাজে জোর দিতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরিবর্তনশীল আফগান পরিস্থিতিতে ভারতের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গোষ্ঠীকে মঙ্গলবার ওই নির্দেশ দিলেন মোদী।

গত কয়েক দিন ধরে বিদেশমন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা-সহ সিনিয়র আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত এই গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে বৈঠক করছে। সূত্রের খবর, আফগানিস্তানে আটকে পড়া ভারতীয়দের নিরাপদে ভারতে আনা এবং আফগানিস্তানের মাটি যেন ভারত বিরোধী কার্যকলাপে ব্যবহার না হয়, তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গোষ্ঠীটি।

এই গোষ্ঠী আফগানিস্তানের বাস্তব পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন দেশের সেই সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে দেখছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সাম্প্রতিকতম বিবৃতিকেও খতিয়ে দেখছেন গোষ্ঠীর সদস্যরা।

পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ জিতলেন সিংহরাজ

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স) : টোকিও প্যারাঅলিম্পিকে স্বপ্নের অভিযান শুরু করেছে ভারত। সোমবার একই দিনে ৫টি পদক জিতে রিও''র ফলাফলকে টপকে গিয়েছিলেন দেবেন্দ্র-সুমিতরা। এবার পুরুষদের এসএইচ১ বিভাগের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ জিতলেন সিংহরাজ আদানা। পুরুষদের পি ১- ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে এসএইচ১ বিভাগে ভারতের তিনজন প্রতিযোগী ছিলেন। যোগ্যতাঅর্জন পর্বে ৫৭৫ স্কোর করে শীর্ষস্থান পেয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিলেন মনীশ নারওয়াল। ফাইনালে ওঠেন সিংহরাজ আদানাও। তিনি ৫৬৯ স্কোর করে ষষ্ঠস্থান পেয়েছিলেন। দীপেন্দর সিং অবশ্য ৫৬০ স্কোর করে প্রথম আটের বাইরে শেষ করেন।

দুর্দান্ত শুরু করে প্রথম তিনে জায়গা করে নেন সিংহরাজ আদানা। ফাইনালে ধারাবাহিক ছিলেন অভিজ্ঞ প্যারা শুটার। কড়া টক্কর চলছিল প্রতিটি সেটেই। মাথা ঠান্ডা রেখেই ব্রোঞ্জ জেতেন সিংহরাজ।

রঞ্জিতে সহজ গ্রুপে পড়ল বাংলা

কলকাতা, ৩১ আগস্ট (হি.স) : জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা রঞ্জি ট্রফিতে সহজ গ্রুপে বাংলা। ফলে গত বারের রানার্স আপ বাংলার সামনে এ বারও রঞ্জির নক আউট পর্বে পৌঁছানোর বড় সুযোগ রয়েছে। বাংলার সঙ্গে এলিট বি গ্রুপে রয়েছে বিদর্ভ, হরিয়ানা, কেরল, ত্রিপুরা এবং রাজস্থান। এই গ্রুপের সব খেলাই হবে বেঙ্গালুরুতে। প্রতি ম্যাচের আগে পাঁচদিন নিভৃতবাসে থাকতে হবে সব দলকে।

রঞ্জির ৩৮টি টিমকে পাঁচটি এলিট গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ছ''টি করে টিম রয়েছে। এবং প্লেট গ্রুপে খেলবে বাকি আটটি দল। পাঁচটি এলিট গ্রুপের বিজয়ীরা সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। বাকি তিনটি স্পটের জন্য, প্রতিটি এলিট গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে থাকা দল এবং প্লেট গ্রুপের বিজয়ীরা তিনটি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে। এই তিনটি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের বিজয়ীরা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে এলিট গ্রুপ ডি-তে রয়েছে তামিলনাড়ু, রেলওয়েজ, জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খন্ড এবং গোয়া। গ্রুপ ডি-র খেলাগুলি হবে আমদাবাদে। প্লেট গ্রুপে চণ্ডীগড়, মেঘালয়, বিহার, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশ খেলবে। চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই ম্যাচগুলি। কঠিন গ্রুপে একই সঙ্গে রয়েছে মুম্বই, কর্ণাটক ও দিল্লি। এলিট গ্রুপ সি-তে রয়েছে হায়দরাবাদ, মহারাষ্ট্র ও উত্তরাখন্ড। গ্রুপ এ-তে পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, গুজরাত সার্ভিসেসের সঙ্গে রয়েছে অসমও।

প্রসঙ্গত, করোনার কারণে গত মরশুমে আয়োজন করা যায়নি রঞ্জি ট্রফি। তবে চলতি মরশুমে আবার শুরু হচ্ছে ঘরোয়া ক্রিকেটের এই টুর্নামেন্ট। তবে ২০২১ এর বদলে ২০২২ সাল থেকে শুরু হবে রঞ্জি ট্রফি। এই মরশুমের রঞ্জি ট্রফি ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু করার ভাবনাচিন্তা রয়েছে বিসিসিআই-এর। ফাইনাল হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। প্রতি ম্যাচের আগে পাঁচদিন নিভৃতবাসে থাকতে হবে সব দলকে।

মঙ্গলবার আগরতলায় সিটুর গণডেপুটেশন উপলক্ষে মিছিল। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যের দিব্যাঙ্গজনদের ইউনিক আইডি কার্ড দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে : কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ আগস্ট।। নরসিংগড়ের স্কিল ডেভেলপমেন্টের কম্পোজিট রিজিওনাল সেন্টারের উদ্যোগে আজ এক কোভিড টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে দিব্যাঙ্গজনদের মধ্যে বিভিন্ন চলন ও শ্রবণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক রিজিওনাল সেন্টারের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। শিবিরের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, দিব্যাঙ্গজনদের ভগবানরূপে দেখতে হবে। তাদের সেবা করা মানে ভগবানের সেবা করছি এই ভেবে আমাদের কাজ করতে হবে। দিব্যাঙ্গজন আমাদের মতো সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা ও অনেক মননশীল হয়।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, দিব্যাঙ্গজনরা আগে শুধু নিজের রাজ্যের সার্টিফিকেট পেতেন যা দিয়ে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট রাজ্যেই সুবিধা পাওয়া যেতো। এখন দিব্যাঙ্গজনদের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ইউনিক আইডি কার্ড দেওয়া হচ্ছে। যে কার্ড দিয়ে তারা দেশের যে প্রান্তে থাকুক না কেন সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না। এই কার্ডের মাধ্যমে তারা এখন থেকে ব্যয় বহুল চিকিৎসা সহ ২১টি সরকারি সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও ইউনিক আইডি কার্ড বিতরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার গত ৭ বছরে দেশের ২১ লক্ষ দিব্যাঙ্গজন ও বয়স্ক ব্যক্তিকে বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী দিয়ে সহায়তা করেছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি ভৌমিক স্কিল ডেভেলপমেন্টের প্রতিটি স্কিমের সুযোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব), ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, ত্রিপুরা শিশু কল্যাণ কমিশনের চেয়ারপার্সন নীলিমা ঘোষ ও বামুটিয়া পাঁয়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীলা দাস (সেন)। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিআরসিএসআরই ত্রিপুরার অধিকর্তা রাজেশ কুমার সিং।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন আমাদের ঘর শিল্পী সংস্থার শিল্পীগণ। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ দিব্যাঙ্গজনদের হাতে চলন ও শ্রবণ সামগ্রী তুলে দেন। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী স্কিল ডেভেলপমেন্টের কম্পোজিট রিজিওনাল সেন্টারটি পরিদর্শন করেন ও দিব্যাঙ্গজনদের সাথে কথা বলে তাদের খোঁজখবর নেন। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন শিবিরও তিনি পরিদর্শন করেন ও তাদের খোঁজখবর নেন। আজ শিবিরে ৩২ জন দিব্যাঙ্গজনকে কোভিড টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে।

কাতারে মুখোমুখি বৈঠকে ভারত ও তালিবান নেতৃত্ব

দোহা, ৩১ আগস্ট (হি. স.): কাতারের মুখোমুখি বৈঠকে ভারত ও তালিবান নেতৃত্ব। কাতারের রাজধানী দোহায় ভারতীয় দূতাবাসে তালিবানের দোহা দফতরের ভারপ্রাপ্ত নেতা শের মহম্মদ আব্বাস স্তানেকজাইয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন কাতারে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত দীপক মিত্তল। বৈঠকে ভারতের দাবি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস তালিবানের।

শনিবারই তালিবানের সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে ৪৬ মিনিটের ভিডিওতে জানানো হয়েছিল, তালিবান ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে যুক্ত হতে চায়। ভারতের প্রতি তালিবান-বার্তার পরই দ্বিপাক্ষিক আলোচনার কথা শোনা গেল। এই বৈঠকে আফগানিস্তানে আটকে থাকা ভারতীয়দের পাশাপাশি ভারতে আসতে ইচ্ছুক সে দেশের নাগরিক, বিশেষত সংখ্যালঘুদের দ্রুত ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিয়ে দু'পক্ষের আলোচনা হয়েছে। রাষ্ট্রদূত দীপক মিত্তল তালিবান নেতাকে স্পষ্ট জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের মাটি যেন ভারত বিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপে ব্যবহার করতে দেওয়া না হয়। তালিবান নেতা স্তানেকজাই দীপক মিত্তলকে জানিয়েছেন, গুরুত্ব দিয়ে বিষয়গুলি বিবেচনা করা হবে। উল্লেখ্য, কাতারের দোহায় রাজনৈতিক দফতর খুলেছে তালিবান। সেই দফতরের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি শের মহম্মদ আব্বাস স্তানেকজাই। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, আমেরিকান সেনার আফগানিস্তান ত্যাগের অব্যবহিত পরেই মুখোমুখি বৈঠকে ভারত ও তালিবান নেতৃত্ব।

অভিজ্ঞমহলের মতে, দেশ ও দেশের নাগরিকদের সুরক্ষা ভারতের কাছে সর্বদা অগ্রাধিকার পায়। ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানে আটকে থাকা অনেককেই ভারতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে ভারত চায় দেশে আসতে ইচ্ছুক সকল ভারতীয়কেই নিরাপদে ফিরিয়ে আনা সুনিশ্চিত করা। সেই প্রসঙ্গও এদিন আলোচনায় তোলা হয়েছে। পাশাপাশি তালিবানের দখলে চলে যাওয়া আফগানিস্তানকে যাতে কোনওভাবে কারোর ইন্ধনে ভারত বিরোধী কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করা না হয় সেটাও নিশ্চিত করতে চাইছে ভারত।

১৫ হাজার কোটিতে শক্তিশালী অস্ত্র কিনছে ভারতীয় সেনা

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স) : তালিবানদের কারণে দেশে সুরক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক সূত্রে খবর, তালিবানদের কাজে লাগিয়ে দেশের ভেতরে অশান্তি পাকাতে গুটি সাজাচ্ছে পাকিস্তান। আফগানিস্তানের পট পরিবর্তন এখন ভারতের দুশ্চিন্তার কারণ। আপাত শান্তির বার্তা দেওয়ার পর তালিবান শুরু করে দিয়েছে হামলা হত্যা সন্ত্রাসের রাজত্ব।

ভারতের দুটি দূতাবাস দফতরে তালিবান হামলা চালিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামরিক প্রতিরক্ষা খাতে উন্নতি চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতীয় সেনাকে আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র।

সূত্রের খবর, ১৫ হাজার কোটি টাকায় আকাশ মিসাইল ধ্রুব হেলিকপ্টারসহ দেশীয় যুদ্ধাস্ত্র কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেনার এভিয়েশন উইনকে ধ্রুব হেলিকপ্টারগুলি সেনাবাহিনীতে তুলে দেওয়া হবে। যদিও আগে থেকেই ভারতীয় সেনায় এই মিসাইল রয়েছে কিন্তু আকাশ মিসাইল এর নতুন ভার্সন কিনতে চলেছে ভারত। এই আকাশ মিসাইল এর নিশানা জানা গেছে আরও নির্ভুল এবং ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার দূর থেকেই নির্ভুলভাবে শত্রুসেনার যুদ্ধবিমান এবং ক্রুজ মিসাইলকে টার্গেট করতে পারবে। সম্প্রতি ডিআরডিও-র তরফে আকাশ মিসাইল এর নতুন ভার্সনটি পরীক্ষা করাও হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রত্যাশা ছাপিয়ে জিডিপি বৃদ্ধি ২০.১ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : করোনার করাল থাবা কাটিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ভারতের অর্থনীতি। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকেই বিরাট হাইজাম্প দিল ভারতের অর্থনীতি। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০২১) মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি পেয়েছে ২০.১ শতাংশ। বস্তুত, জিডিপি-র বৃদ্ধির ছাপিয়ে গিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) পূর্বাভাসকেও। করোনাভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ সামলে এমন বৃদ্ধি যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ।

এই নিয়ে টানা তিনটি ত্রৈমাসিকেই ভারতীয় অর্থনীতির ইতিবাচক বৃদ্ধি অব্যাহত রইল। ২০২০-২১ সালের অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার ০.৫ শতাংশ, ও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার ১.৬ শতাংশ পর্যন্ত হয়েছিল। সেই জায়গা থেকে চলতি অর্থবর্ষের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে সেই অনুমান আগেই করা গিয়েছিল। কিন্তু সেই বৃদ্ধি যে আশাতীত হবে, তা কোনও বিশেষজ্ঞই আশা করেননি।

তবে বৃদ্ধির হার যে দুই সংখ্যাতে থাকবে, সেই পূর্বাভাস আগে থেকেই দিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের এক সমীক্ষাতেও দাবি করা হয়েছিল, প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ১৮.৫ শতাংশ হতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, যদি করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা ভারতের উপর না নেমে আসত, তবে এই আর্থিক বৃদ্ধির হারই থাকত ২৬.২ শতাংশের আশেপাশে। প্রত্যাশানুযায়ী বৃদ্ধি না হলে অর্থবর্ষের শেষে জিডিপি-র সর্বমোট হারে তা প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ২০২০-২১ সালের অর্থবর্ষের প্রথম দুই ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল মাইনাস ২৪.৪ ও মাইনাস ৭.৪ শতাংশ। দেশজুড়ে টোটাল লকডাউনের জেরেই এই আর্থিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়। যে কারণে দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় রাজ্যভিত্তিক নিয়ম নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখে আংশিক লকডাউনের উপর জোর দেওয়া হয়। আর্থিক লেনদেন যাতে সচল থাকে সেই বিষয়টির উপরও বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছিল। ঠিক সেই কারণেই চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতীয় জিডিপি সংকোচনের নাগপাশ কাটিয়ে ক্রমশই মাথা তুলে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে।-

রাজারবাগে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুইজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১ আগস্ট।। বিপদের উপর বিপদ-এমনই একটি ঘটনা মঙ্গলবার প্রত্যক্ষ করলো উদয়পুর রাজারবাগ এলাকার জনগণ। মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ রাজারবাগ পঞ্চায়েত অফিস লাগোয়া জাতীয় সড়কে যাত্রীবাহী একটি অটোরিক্সাকে দ্রুত গতিতে আসাএকটি মারুতি সজোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা দিয়েই মারুতি গাড়িটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যাত্রীবাহী অটোরিক্সাটিতে একজন অপারেশনের রোগী ছিলেন। রোগীর নাম আলো রাণী শীল ও তাঁর সহযোগী এক মহিলা গুরুতর জখম হন। তাদের দুজনকে উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো রিক্সাটি দিয়েই তাদের দুজনকে উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।। দমকল কর্মীরা অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের জলের গাড়ি নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার সংগঠিত হওয়ায় ২০/২৫মিনিট পর। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা অপারেশনের রোগী আলো রাণী শীলকে গাড়িতে তুলতে ব্যর্থ হয়। দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর সদা ব্যস্ত রাজারবাগ মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় বিশাল সংখ্যক গাড়ি দুদিকে যানজটের তৈরী হয়। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

'আমিও শহিদ সন্তান' জালিয়ানওয়ালাবাগের সংস্কারের বিরুদ্ধে সরব রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : জালিয়ানওয়ালাবাগের সংস্কার নিয়ে এবার সরব হলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। তাঁর সাফ কথা, 'আমিও শহিদ সন্তান। শহিদদের অপমান কোনওভাবেই বরদাস্ত করব না।'

আসলে ১৯১৯ সালের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিবিজড়িত অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ গ্রাউন্ডের সংস্কার করছে কেন্দ্র। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাঠটির খোলনলচে বদলে ফেলা হয়েছে। জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে হওয়া কুখ্যাত সেই হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিবিজড়িত মাঠটি ঝকঝকে আধুনিক প্রাচীরে ঘিরে ফেলা হয়েছে। বসানো হয়েছে বহু মূর্তি, তৈরি হয়েছে আধুনিক ফটো গ্যালারি, লাগানো হয়েছে আধুনিক লাইটও। আর তাতেই ক্ষুব্ধ ইতিহাসবিদরা। তাদের বক্তব্য, জালিয়ানওয়ালাবাগের মত জায়গা, যার সঙ্গে হাজার শহিদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, সংস্কারের নামে সেই জায়গার সৌন্দর্যায়ন করা যায় না।

এদিন কংগ্রেসের একাধিক নেতাও এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। রাহুল গান্ধীর বক্তব্য, "জালিওয়ানওয়ালাবাগ শহিদদের এই অপমান তারাই করতে পারে, যারা শহিদ হওয়ার অর্থ বোঝে না। আমি একজন শহিদ সন্তান। আমি কোনও মুল্যেই শহিদদের অপমান সহ্য করব না। আমরা এই নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করছি।"

বস্তুত, জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রস্তাবিত এই সংস্কার নিয়ে আগেও বিতর্ক হয়েছে। জানা গিয়েছে, জালিয়ানওয়ালাবাগের ফটো গ্যালারিতে স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং প্রথম শিখ ধর্মগুরু গুরু নানকের প্রতিকৃতির পাশেই রাখা আছে দুটি অর্ধনগ্ন মহিলার ছবি। অজন্তা এবং ইলোরার গুহাচিত্রের সঙ্গে এই ছবির মিল পাওয়া যায়। আর এই দুই নারীর ছবি নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে।-

তিপ্রামথার উদ্যোগে জোলাইবাড়ী ব্লকের বিডিও এর নিকট ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩১ আগস্ট।। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ী আর ডি ব্লকের বিডিও ডাঃ অভিজিৎ দাস এর নিকট ১৪ দফা দাবি নিয়ে এক ডেপুটেশন প্রদান করলো তিপ্রা মথা দলের নেতৃত্বরা। ডেপুটেশনের পূর্বে জোলাইবাড়ী দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয় মাঠ থেকে এক রেলির আয়োজন করা হয়। রেলিটি বিদ্যালয় মাঠ থেকে শুরু হয়ে জোলাইবাড়ী ব্লকের বিভন্ন পথ পরিক্রমা করে জোলাইবাড়ী ব্লক প্রাঙ্গনে এসে সমাপ্তি হয়। পরবর্তী সময় ৯ জনের প্রতিনিধি দল ব্লক আধিকারিকের নিকট ১৪ দফা দাবি সনদ জমা দেন। আজকের এই রেলি ও ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ইয়ুথ তিপ্রামথার ভাইস প্রেসিডেন্ট গৌরব মগ, ইয়ুথ তিপ্রামথার কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী জনঞ্জয় ত্রিপুরা, তিপ্রামথার জেলার সেক্রেটারি সুকুমার রিয়াং সহ তিপ্রা মথার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ডেপুটেশন শেষে তিপ্রামথার নেতৃত্ববৃন্দরা সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে জানান আজকের ১৪ দফা দাবি পূরনে ব্লক আধিকারিককে ৭ দিনের সময় বেধে দিয়েছেন। উনারা জানান আগামী ৭ দিনের মধ্যে তাদের দাবী মেনে না নিলে ব্লকে তালা দিয়ে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।

একধাক্কায় অনেকটা কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, বাড়ল সুস্থতার হার

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স) :আবারও গোটা দেশে অনেকটাই কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ৯৪১ জন। অন্যদিকে, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমার পাশাপাশি আরও কমল দৈনিক মৃত্যুও। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে মৃত্যু হয়েছে ৩৫০ জনের। এই নিয়ে গোটা দেশে করোনায় মৃত্যু হল ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৬০ জনের। নিম্নমুখী সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫ হাজার ৬৮৪। দেশে এখন সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৬৪০। বাড়ল সুস্থতার হার। গোটা দেশে ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৬ হাজার ২৭৫ জন। এই নিয়ে গোটা দেশে এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬৮০ জন। সুস্থতার হার ৯৭.৫৩ শতাংশ। গোটা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ভ্যাক্সিনেশন হয়েছে ৫৯ লক্ষ ৬২ হাজার ২৮৬ জনের। এই নিয়ে গোটা দেশে মোট ভ্যাক্সিনেশন হয়েছে ৬৪ কোটি ০৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৪৪ জনের। উল্লেখ্য, আইসিএমআর ইতিমধ্যেই জানিয়েছে যে করোনার জেরে সারা দেশে সম্ভবত তৃতীয় স্রোতের প্রবল প্রভাব পড়বে না। তবে কিছু রাজ্যে তার প্রাথমিক ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে পরিসংখ্যান। এদিকে, হু এর তরফে দাবি, ভারতে করোনা পরিস্থিতি সার্বিক থেকে স্থানীয় স্তর বা "এন্ডেমিক" এর দিকে যেতে শুরু করেছে।

বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে বেনিফিসারী নির্ধারন করে মাছের পোনা বিতরণ করা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩১ আগস্ট।। বিগত দিনে শুধুমাত্র মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে লোকজনদের মাছের পোনা বিতরন করা হতো। বর্তমানে বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমে লোকজনদের আর্থিক সাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেনিফিসারী নির্ধারণ করে মাছের রেনু বিতরণ করা হয়। মুহুরীপুর ফিসারী ফার্মে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই মাছের রেনু বিতরণ করা হয়। আজকে বগাফা ব্লকে ও জোলাইবাড়ীর ব্লকের মধ্যে ১২ জন বেনিফিসারী নির্ধারণ করে মাছের রেনু দেওয়া হয়। এই বিষয়ে বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজীত কুমার দাস জানান প্রত্যেক বেনিফিসারীর জন্য আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমে ৪ হাজার টাকা বরাদ্দ কর হয়েছে। যাব মধ্যে ২ হাজার টাকার মাছের রেনু ও বাকি ২ হাজার টাকা মাছের খাদ্য ক্রয় করার জন্য দেওয়া হবে। তিনি জানান এই ধরনের উদ্যোগ আগামীদিনেও জারী থাকবে। কৃষিদপ্তর কতৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজীত কুমার দাস, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস,জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, মুহুরীপুর ফিসারী ফার্মের ইনচার্জ তমাল ভৌমিক সহ কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসাররা। আজকের অনুষ্ঠানে আগত বেনিফিসারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমবার একসঙ্গে শপথ নিলেন সুপ্রিম কোর্টের নয়জন বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট (হি.স) : মঙ্গলবার সকালে সুপ্রিম কোর্টের ন"জন বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করালেন প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা। নতুন বিচারপতিদের তিনজন মহিলা। সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে এই প্রথমবার একসঙ্গে ন"জন বিচারপতি শপথ নিয়েছেন। সাধারণত প্রধান বিচারপতির কোর্ট রুমে নতুন বিচারপতিরা শপথ নেন।

এদিন শীর্ষ আদালতের সংযোজিত ভবনের প্রেক্ষাগৃহে ন"জন শপথ নিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের নতুন বিচারপতিদের মধ্যে আছেন বিচারপতি অভয় শ্রীনিবাস (কর্নাটক হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি), বিচারপতি বিক্রম নাথ (গুজরাত হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি), বিচারপতি জিতেন্দ্র কুমার মাহেশ্বরী (সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি) এবং বিচারপতি হিমা কোহলি (তেলঙ্গানা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি)। এছাড়া শপথ নিয়েছেন কর্নাটিক হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি ভি নাগরত্না। তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ই এস বেঙ্কটরামাইয়ার মেয়ে। আগামী দিনে তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে।

অন্যান্য নতুন বিচারপতিদের মধ্যে আছেন বিচারপতি সি টি রবিকুমার (কেরল হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি), বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ (মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি), বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদি (গুজরাত হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি) এবং বিচারপতি পি এস নরসিংহ (প্রবীণ অ্যাডভোকেট ও প্রাক্তন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল)। সুপ্রিম কোর্টে সর্বোচ্চ ৩৪ জন বিচারপতি থাকতে পারেন। এদিন ন"জন শপথ নেওয়ার পরে শীর্ষ আদালতের বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়াল ৩৩।

আফগানিস্তান ছেড়ে পাকিস্থানে ঘাঁটি গাড়ল মার্কিন সেনার একাংশ

ইসলামাবাদ, ৩১ আগস্ট (হি. স.) : তালিবানের দেওয়া 'চরম সময়সীমা' মেনে আফগানিস্তান ছাড়লেও। এখনই আমেরিকা ফিরছে না সমগ্র মার্কিন সেনা। আফগানিস্তান ছেড়েসোমবার রাত থেকে দফায় দফায় পাকিস্তানে ঢুকতে শুরু করেছে তাদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে পাক মাটিতে আমেরিকার সেনা ঘাঁটি তৈরির আশঙ্কায় সরব হয়েছে বিরোধীরা। যদিও মঙ্গলবার ইমরান খান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদ জানিয়েছেন, এই বন্দোবস্ত নিতান্তই সাময়িক।

মার্কিন সেনার একটি অংশ পাকিস্তানে প্রবেশ করা শুরু হয়েছে নয়া গুঞ্জন। এবার কি পাকিস্তানে বসেই তালিবানের উপরে নজরদারি চালাবে ওয়াশিংটন। স্বাভাবিক ভাবেই এমন প্রশ্নে অস্বস্তিতে পাকিস্তান। যদিও মঙ্গলবার ইমরান খান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদ জানিয়েছেন, এই বন্দোবস্ত নিতান্তই সাময়িক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন সেনার পাকিস্তানে ঘাঁটি গাড়ার বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেন, ঘাঁটি তৈরি করলেও বেশিদিন সেখানে থাকবে না মার্কিন সেনা। এই বন্দোবস্ত একান্তই সাময়িক।

রশিদ বলেন, "পাকিস্তানের মাটিতে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে বিদেশি সেনা থাকবে না। যে বিদেশিরা এসেছেন, তাঁদের ২১ থেকে ৩০ দিনের ট্রানজিট ভিসা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যেই তাঁদের ফিরে যেতে হবে।" রশিদ জানিয়েছে, ২,১৯২ জন আমেরিকান সেনা তোরখাম সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে পৌঁছেছেন। ১,৬২৭ জন বিমানে ইসালামাবাদে নেমেছেন।

পাকিস্তানের কট্টরপন্থী বিরোধী দল জমিয়ত উলেমা-ই-ইসলামের অভিযোগ, আমেরিকার সেনার জন্য ইসলামাবাদে হোটেলের ব্যবস্থা করেছে ইমরান সরকার। প্রাক্তন সেনাশাসক পারভেজ মুশারফের জমানায় পাকিস্তানের মাটিতে ঘাঁটি গেড়ে আফগানিস্তানে অভিযান চালিয়েছিল ন্যাটো বাহিনী। এ বারও তার পুনরাবৃত্তি হবে বলে অভিযোগ তোলে জমিয়ত। কিন্তু রশিদ সেই সম্ভাবনা নাকচ করে বলেন, "পাকিস্তানে আর মুশারফ যুগের বন্দোবস্ত ফিরে আসবে না।"

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে তালিবান মুখপাত্র জানিয়েছিল, পাকিস্তান তাদের দ্বিতীয় ঘর। এমনকী পাকিস্তানই তালিবানের জন্মদাতা বলে দাবি করে সে। এমন মধুর সম্পর্কের পরেও কী করে মার্কিন সেনাকে আফগানিস্তানের উপরে নজরদারি চালানোর অনুমতি দিচ্ছে পাকিস্তান, এই প্রশ্ন উঠছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।